✽ সর্বশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

ESTD 1878 REGD NO C 1086

বোরোলীন
বোরোলীন বিদীর্ণ ও শুষ্ক ত্বকের নিশ্চিত প্রতিষেধক
বোরোলীন হাউস, কলিকাতা-৩

আনন্দ বাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily
৫০ বর্ষ, ১৮৫ সংখ্যা
বুধবার, ২৯ ভাদ্র ১৩৭৮ (২৪ ভাদ্র, ১৮৯৩ শক) Wednesday Sept. 15, 1971.
মূল্য—২২ পয়সা (22 Paise)

হারাণ মার্কা
খাঁটী সরিষার তৈল
ব্যবহার করুন
সব সময় আগমার্ক গ্রেড ১নং পাওয়া যায়
ফোন: ৫৫-৫০৮৮ ও ৫৫-৯৪৯৪
প্রস্তুতকারক:- উল্টাডাঙ্গা অয়েল মিলস্, ৩৫/৫, ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলিকাতা-৪

রাজ্য সরকারী অফিসে কর্মবিরতি

স্টাফ রিপোর্টার

রাজ্য সরকারের ১৩ জন কর্মীকে বরখাস্তের আদেশের প্রতিবাদে মঙ্গলবার মহাকরণ এবং অন্যান্য সরকারী অফিসের কর্মীরা হাজিরা খাতা সই করার পর কর্মবিরতি পালন করেন। এর ফলে সরকারী অফিসসমূহে এদিন কাজকর্ম কার্যত অচল হয়ে পড়ে। রাজ্য সরকারী কর্মী ইউনিয়নসমূহের কো-অরডিনেশন কমিটির ডাকে ওই কর্মবিরতি পালন করা হয়।

কর্মীদের কর্মবিরতি সম্পর্কে অভিমত জানতে চাওয়া হলে রাজ্যপাল শ্রীএ এল ডায়াস সাংবাদিকদের বলেন, যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা "কর্মীদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য নয়; সরকার কর্মীদের সঙ্গে সব সময়ে আলাপ-আলোচনায় আগ্রহী। কর্মীদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখা এর মুখ্য উদ্দেশ্য।" রাজ্যপাল বলেন, কর্মীদের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে বিবেচনা করার জন্য তিনি মুখ্য সচিবকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেছেন।

রাজ্যপাল বলেন, যে সময়ে রাষ্ট্র ও দেশ বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ বন্যা, শরণার্থী, ত্রাণ এবং আরও অনেক সমস্যার দরুন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে বিশেষত "যখন আমরা শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য বেকার সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করছি সে সময় আমি আশা করেছিলাম সরকারী কর্মীরা কর্মবিরতির বদলে শ্রম-সহকারে কাজ করবেন।"

রাজ্যপাল বলেন, বর্তমান সংকটে শৃঙ্খলা বজায় রাখা অত্যাবশ্যক। শৃঙ্খলা মেনে চলার ব্যাপারে মুখ্যসচিব ইতিমধ্যে একটি সারকুলার জারি করেছেন। সকল সরকারী কর্মী তা কঠোরভাবে পালন করছেন না। যে সব কঠিন কর্তব্য সামনে রয়েছে তার পটভূমিকায় "আমাদের ঘর সামলানো দরকার। প্রত্যেককেই শৃঙ্খলার সঙ্গে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করতে হবে।"

রাজ্যপাল বলেন, যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার দ্বারা সরকারী কর্মীদের আইনসম্মতভাবে সমিতি গঠন এবং তাঁদের দাবি দাওয়া পেশ করার অধিকার ক্ষুণ্ণ করা বোঝায় না। তিনি কর্মীদের দাবিদাওয়া সম্পর্কে বিবেচনার জন্য মুখ্যসচিবকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেছেন। তিনি আশা করেন, শীঘ্রই ওই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে ওই বরখাস্তের আদেশের প্রতিবাদে আন্দোলন করার যে সংকল্প ঘোষণা করা হয়েছে এ সম্পর্কে রাজ্যপাল বলেন, "এ ব্যাপারে আমি কোন মন্তব্য করতে চাই না।"

তিনি বলেন, কর্মীদের সঙ্গে লড়াই করা এর উদ্দেশ্য নয়। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে, শৃঙ্খলা বজায় রাখা। আইনসম্মতভাবে করা হলে কর্মীদের সমিতি গঠনের এবং দাবি-দাওয়া পেশের অধিকার অস্বীকার করার প্রশ্ন ওঠে না।

মুখ্য সচিবের সারকুলারে বলা হয়েছিল, কর্মীরা মহাকরণের ভিতরে কোন প্রকার বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে পারবেন না। ওই সময় কর্মীরা মহাকরণের নীচতলার উঠানে সমবেত হয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। এ সম্পর্কে রাজ্যপাল বলেন, এ

পঞ্চম পৃষ্ঠায় প্রথম কলমে দ্রষ্টব্য

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম : ২৩ জুলাই ১৮৯৮ মৃত্যু : ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

তারাশংকরের ইহজীবনের অবসান

স্টাফ রিপোর্টার

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার সকাল ছয়টা চব্বিশ মিনিটে কলকাতার বাড়িতে পরলোকগমন করেন। সাত দিন ধরে তাঁর জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে যে কঠিন দ্বন্দ্ব চলছিল এদিন তা শেষ হয়। এই সাত দিন তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে ছিলেন।

"গণদেবতার" লেখক তারাশংকর মানুষকে দেবতার আসনে বসিয়েছেন। জন্মভূমি তাঁর কাছে ধাত্রীমাতা। এবার পুজোয় দুটি পত্রিকায় তিনি দুখানি উপন্যাস লিখেছেন। একটি পত্রিকায় পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা নিয়ে সুতপার তপস্যা, আর অন্যটিতে বাংলাদেশের যন্ত্রণা সম্পর্কে—একটি কালো মেয়ে। সংজ্ঞা হারাবার কিছু আগে তিনি বলে গিয়েছেন, এই উপন্যাস দুখানি যেন একসঙ্গে একটি বইয়ে প্রকাশ করা হয়। ভবিষ্যতের সেই বইয়ের নামকরণও তিনি করে গিয়েছেন—ঊনিশ শ' একাত্তর। রাঢ় বাংলার রুক্ষ রাঙামাটিতে জন্মেও তিনি নদীমাতৃক পূর্ব বাংলার মাটির সোঁদা গন্ধ পেতেন। দুই বাংলার সংস্কৃতি মিলে তাঁর মনে বঙ্গ সংস্কৃতি বিরাট হয়ে রূপ নিয়েছিল।

শরৎচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের পর তারাশংকর বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ অধ্যায়, একটি পৃথক যুগ। তিনি ভালবাসতেন মানুষকে, দেশকে। এই ভালবাসার অর্ঘ্য ছিল জীবনসত্তা। তিনি তাঁর লেখনীর নিপুণ বর্ণনাতে জীবন সৃষ্টি করে গিয়েছেন।

এই জীবনস্রষ্টার মৃত্যুর খবরে কলকাতার জীবনেও এদিনের জন্য কালো পর্দা নেমে আসে। সাহিত্য-রসিক ও সাহিত্যানুরাগীদের মুক্তাঙ্গনে একটি অঙ্কের যবনিকা। রেডিওয় দুঃসংবাদ পেয়েই লেখক, কবি, সাংবাদিক, নাট্যকার এবং সাধারণ মানুষ উত্তর কলকাতায় টালা পার্কে তাঁর বাড়িতে ভিড় করে হাজির হন। স্কুল, কলেজের ছেলেমেয়েরাও বাদ ছিল না। স্কুল, কলেজে ছুটি দেওয়া হয়। প্রবীণ কথাসাহিত্যিক তারাশংকর তখন একতলায় তাঁরই বৈঠকখানায় শেষশয্যায় শায়িত। ফুল, মালা ও পুষ্পস্তবকে সেই ঘর ধীরে ধীরে ভরে উঠেছিল। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী উমারানী দুই ছেলে সনৎকুমার ও সরিৎকুমার, দুই মেয়ে গঙ্গাদেবী ও বাণীদেবী,

পঞ্চম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

'ছেলে চলে গেল'

স্টাফ রিপোর্টার

ছেলে বলেছিলেন, মৃত্যুর পর তাঁর মাথায় দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলতে। তাতেই তাঁদের মধ্যে গড়ে ওঠা মা ও ছেলের সম্পর্ক পূর্ণ হবে।

পাতানো ছেলে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু-শিয়রে বসে শ্রীমতী অপর্ণা দেবী মাত্র দু' ফোঁটা চোখের জলে তাঁর শোক ধরে রাখতে পারেন নি। মরদেহ নিয়ে শোকযাত্রা শুরু না হওয়া পর্যন্ত একই জায়গায় ঠায় বসেছিলেন তিনি। দু' চোখে তাঁর বন্যা নেমেছিল। টালা পার্কের বাড়ি থেকে তারাশংকরের মরদেহ নিয়ে শোক মিছিল বের হওয়ার সময় এক কোণে দাঁড়িয়ে ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন। বারো বছরের সম্পর্কের শেষ,—ছেলে চলে গেল।

ঊনিশ শ' ঊনষাট সালের ছাব্বিশ জানুয়ারি ধাত্রীদেবতার লেখক তারাশংকর ও শ্রীমতী দেবীর সম্পর্কের সূত্রপাত ঘটে। শ্রীমতী দেবী সেদিন চিঠি লেখেন তারাশংকরকে। তাতে তিনি তাঁকে জ্যাঠা বা কাকা বলে সম্বোধন করার অনুমতি চান। তারাশংকর দীর্ঘদিন পর পঁচিশ সেপ্টেম্বর সেই চিঠির উত্তর দিয়ে বলেন, জ্যাঠা বা কাকা নয়, মা ও ছেলের চিরন্তন সম্পর্ক তিনি পাতাতে চান।

সেই বছর এগারো ডিসেম্বর শ্রীমতী দেবী টালা পার্কের বাড়িতে তারাশংকরের সঙ্গে দেখা করতে

পঞ্চম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে দ্রষ্টব্য

নয়াদিল্লি নজর রাখছে

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর—পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনকে সুশৃংখল ও উন্নত করার জন্য রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াস যে কড়া ব্যবস্থা নিয়েছেন তার ফলাফল কী হয় সেদিকে নয়াদিল্লি নজর রাখছে।

প্রশাসনে দীর্ঘদিন যাবৎ যেসব

পঞ্চম পৃষ্ঠার অষ্টম কলমে দ্রষ্টব্য

বরখাস্তের তালিকায় আরও ৬০ জন

স্টাফ রিপোর্টার

১৩ জন ছাড়া বরখাস্তের তালিকায় আরও ৬০ জন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারী আছেন বলে জানা গিয়েছে। এরা ২৪ পরগণা, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি এবং কয়েকটি মহকুমা অফিসের কো-অরডিনেশন কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। স্বরাষ্ট্র বিভাগের একজন মুখপাত্র বলেছেন, কিস্তিতে কিস্তিতে নাম প্রকাশ করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী সকাশে পঃ বঙ্গের নেতৃবৃন্দ

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর—উপ-স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রী এ কে কিসকুর নেতৃত্বে পশ্চিম বাংলার একদল নব কংগ্রেস নেতা আজ সকালে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং দাবি করেন যে, রাজ্যের নতুন এ্যাড হক কমিটি প্রতিনিধিমূলক হবে।

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, শ্রীবিনয় ব্যানার্জি এবং শ্রীঅমল গাঙ্গুলী ঐ দলে ছিলেন। —ইউ এন আই

পঃ বঙ্গের জন্য ৩০ জন সদস্যের সর্বসম্মত এড হক কমিটি গঠিত

রাজ্য নব কংগ্রেসের সভাপতি সাত্তার

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর—পশ্চিমবঙ্গ এবং কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে দু'দিন ধরে আলোচনার পর আজ এ আই সি সির (নব) সাধারণ সম্পাদক শ্রীচন্দ্রজিৎ যাদব পশ্চিমবঙ্গের জন্য ত্রিশ জন সদস্যের এড হক কংগ্রেস কমিটি গঠনের সংবাদ ঘোষণা করেছেন।

কমিটির আহ্বায়ক শ্রীআবদুস সাত্তার—যিনি সভাপতির পদ পাচ্ছেন, মন্তব্য করেন যে, তিনি এবং তাঁর যে সমস্ত সহকর্মী কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য এখানে এসেছেন তাঁরা এড হক কমিটির জন্য সর্বসম্মত তালিকা তৈরি করতে পেরে খুবই খুশী।

অবশ্য এড হক কমিটিতে কারা থাকবেন তা নিয়ে মতৈক্য হওয়ার আগে আজ সকালে শ্রী সাত্তারের নেতৃত্বে প্রদেশ কংগ্রেস প্রতিনিধি দলের সঙ্গে যুব কংগ্রেস এবং ছাত্র পরিষদের নেতাদের মধ্যে তুমুল বচসা হয়। রাজ্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এবং কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে গতকালের আলোচনায় স্থির হয়েছিল, ৩৫ জন সদস্য নিয়ে এড হক কমিটি গঠিত হবে। কিন্তু আজ বিবদমান দুই দলের মধ্যে আপসের জন্য এই সংখ্যা ৩০ করা হয়।

এড হক কমিটিতে যুব কংগ্রেস, ছাত্র পরিষদ, শ্রমিক, কৃষক, মহিলা এবং বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধি হিসাবে ১৪টি নতুন মুখ দেখা যাবে। নব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসঞ্জীবায়ার সঙ্গে পরামর্শ ক্রমে এড হক কমিটির সভাপতিকে কমিটির কর্মকর্তাদের নাম চূড়ান্ত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। শ্রীসাত্তার জানান, এড হক কমিটিতে সব কয়টি জেলার প্রতিনিধিই রয়েছেন।

কমিটিতে নতুন মুখ বলতে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা হলেন : শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী, সংসদ সদস্য, যুব কংগ্রেস নেতা শ্রীসুব্রত মুখার্জি ছাত্র পরিষদ নেতা শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বসু, আই এন টি ইউ সি (পঃ বঙ্গ) সভাপতি শ্রীকালী মুখার্জি, শ্রীসুদীপ ব্যানার্জি, শ্রীআনন্দমোহন বিশ্বাস, শ্রীঅম্বর ব্যানার্জি, শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জি, শ্রীপ্রদীপ ভট্টাচার্য, শ্রীশচীনন্দন শা, ডাঃ সুধাংশু শেঠ, ডাঃ শান্তি দাশগুপ্ত, শ্রীসতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং কাজী আবদুল গফর।

ভেঙ্গে দেওয়া প্রদেশ কংগ্রেস (নব) কমিটির পুরোনো সদস্যদের আছেন শ্রীআবদুস সাত্তার (সভাপতি), শ্রীবিজয় সিংহ নাহার, শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ, ডাঃ জয়নাল আবেদিন, শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী পূরবী মুখার্জি। পুরোনো কমিটির সদস্যদের

চতুর্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পাক আক্রমণের আশংকা সম্পর্কে হুঁশিয়ারি

স্টাফ রিপোর্টার

কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গসহ সীমান্ত রাজ্যগুলিকে সম্ভাব্য পাকিস্তানী আক্রমণ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন বলে জানা গেল। রাজ্যের মুখ্যসচিব মঙ্গলবার রিপোর্টারদের বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গসহ সারা দেশে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় বলেছেন, শরণার্থীরা শীঘ্রই দেশে ফিরে যেতে পারবেন।

রাজ্যের এই জরুরী পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করতে কেন্দ্র বদ্ধপরিকর। তিন দিন রাজধানীতে অবস্থানের পর কলকাতায় ফিরে পশ্চিমবঙ্গ সেলের প্রধান শ্রীবিনয়রঞ্জন গুপ্ত গোয়েন্দা ও স্পেশ্যাল শাখার পদস্থ অফিসারদের সঙ্গে একটি বৈঠকে মিলিত হন।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, ভারত সরকার গোয়েন্দাসূত্রে জানতে পেরেছেন পাকিস্তান সামরিক বাহিনী বাংলা দেশে মুক্তি বাহিনীর হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে এখন ভারত আক্রমণের সর্বাত্মক প্রস্তুতি শেষ করেছে। বৃষ্টিও থেমে গিয়েছে। তাই যে কোন মুহূর্তে তারা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

সরকারীসূত্রে এ দিন আরও জানা যায় পাকিস্তানের আক্রমণের মোকাবিলায় আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা দরকার। সেই নিরাপত্তার জন্য সব রকম কঠোর ব্যবস্থা নিতে পুলিশের গোয়েন্দা ও স্পেশ্যাল বিভাগ ঢেলে সাজার কাজে হাত দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে শীঘ্রই জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হবে কিনা এইরূপ এক প্রশ্নোত্তরে মুখ্যসচিব শ্রীসেনগুপ্ত ও শ্রী বি আর গুপ্ত এড়িয়ে যান। তাঁরা উভয়েই বলেছেন, আমরা জরুরী অবস্থার দিকে যাচ্ছি। তাই দেশের সকলকে এখন একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

মঙ্গলবার দিল্লি থেকে আগত তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের একজন অফিসার বাংলা দেশ মিশনে গিয়ে শ্রীহোসেন আলী ও অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু গোপন রাখা হয়েছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়নে কমিটি

স্টাফ রিপোর্টার

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষা সংকট পর্যালোচনা এবং প্রশাসনিক পুনর্গঠন ও উন্নয়নের প্রশ্ন বিবেচনা করা সম্পর্কে এক প্রচুর ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি নিয়োগ করা হয়েছে। সমিতিতে সারা দেশের দশজন শিক্ষাবিদ থাকছেন। পরিকল্পনা

পঞ্চম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমে দ্রষ্টব্য

শরণার্থীদের ফিরে যাওয়া সম্পর্কে

ডাঃ মালিক ভারতীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনায় প্রস্তুত

পূর্ব বাংলার নতুন অসামরিক গভর্নর ডাঃ এ এম মালিক আজ বলেছেন, ভারতে অবস্থানরত পূর্ব বাংলার শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে তিনি ভারতীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করতে প্রস্তুত আছেন। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়েও আলোচনা করতে পারেন। এই খবর দিয়েছেন ইউ এন আই—কলকাতা থেকে।

ঢাকা রেডিও থেকে প্রচারিত সংবাদ : ডাঃ মালিক বলেছেন, যদি শরণার্থীদের প্রতি উভয় দেশই সহানুভূতিশীল হয়ে থাকেন, তাহলে এই সমস্যার ফয়সালা না হওয়ার কোন কারণ নেই।

সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ মালিক যথারীতি এই অভিযোগও করেছেন যে, ভারত মিথ্যা প্রচার চালিয়ে শরণার্থীদের ভীত সচকিত করে তোলার চেষ্টা করছে এবং তাদেরকে স্বদেশে ফিরতে বাধা দিচ্ছে।

ডাঃ মালিক তারপরেই বরাভয় বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, শরণার্থীরা অনায়াসেই ফিরে আসতে পারে। কোন ভয় নেই। ফিরে এলে তাদের আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য দেওয়া হবে।

তিনি কবুল করেছেন, শরণার্থীদের বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি সেনাবাহিনীর লোকজনদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে দেওয়া হয়েছে। তবে ডাঃ মালিক আর এক দফা আশ্বাস দিয়েছেন, শরণার্থীরা ফিরে এলেই তাদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

আরও কবুল করেছেন, পূর্ব বাংলার অর্থনীতি, শিল্প, বাণিজ্য শিক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিরাট ক্ষতি হয়েছে।

দার্জিলিঙ কালিম্পঙ
পর্যটন মেলা
১৯৭১
অক্টোবর ৮ থেকে ১৮

চিরসুন্দর দার্জিলিঙ, অপরূপা; রূপে, গুণে দোসর বলতে কালিম্পঙ; উৎসবের আনন্দমুখর মুহূর্তগুলির জন্যে অধীর আগ্রহে দিন গুনছে। আর চাইছে আপনার প্রাণবন্ত সাহচর্য।

আসুন, উচ্ছল আনন্দের জোয়ারে নিজেকে সঁপে দিন। আপনার আনন্দের ডালি পূর্ণ করবে কতো কি চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান। উপজাতি নৃত্য, তীর ছোঁড়া প্রতিযোগিতা, স্কেটিং কার্নিভ্যাল, প্রদর্শনী ও আরও অন্যান্য অনুষ্ঠান আপনাকে মুগ্ধ করবে। ইচ্ছা করলে স্যাণ্ডাকফুও ঘুরে আসতে পারেন।

দেখবেন, এবারের দার্জিলিঙ ভ্রমণ কতো বেশি আনন্দের, কতো বেশি সুন্দর হবে। মন ভরবে, চোখ জুড়োবে। এবারের স্মৃতি মিষ্টি ফুলের সৌরভের মতোই বহুদিন আপনাকে ঘিরে থাকবে।

আরও খবরাখবর ও রিজার্ভেশনের জন্যে যোগাযোগ করুন
ট্যুরিস্ট ব্যুরো
অজিত ম্যানসনস্, নেহেরু রোড, দার্জিলিঙ
ফোন : ৫০, গ্রাম : DARTOUR অথবা
৩/২, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ডালহৌসি স্কোয়ার) ইস্ট
কলিকাতা-১, ফোন : ২৩-৮২৭১, গ্রাম : TRAVELTIPS
স্বরাষ্ট্র (পর্যটন) বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
TCP/TB 210

পুজোর বাজার কোথায় করবেন?
—রামবাবুর ভাবনার অন্ত নেই ....

ছেলেদের সার্ট, প্যাণ্ট, ধুতি, পাঞ্জাবী, মেয়েদের ফ্রক, শায়া ব্লাউজ, শাড়ি,—সুতী, টেরিকটন ও টেরিন দুরকমই; তাছাড়া চাই তাঁতের শাড়ি আর ব্লাউজ। কোথায় যাওয়া যায়?

মনে পড়েছে
হরলালকা'র
দোকানেই যাওয়া যাক। কম, বেশী, মাঝারি সব দামেরই পছন্দসই জামা কাপড়ের বিপুল সমাবেশ।

রামবাবুর বড় মেয়ে ভেবেই পাচ্ছেনা কোথায় করবে পুজোর বাজার

তার চাই শাড়ি। তাঁত, সুতী আর সিল্ক; তার সঙ্গে চাই মানানসই ব্লাউজ। এখনকার ফ্যাশন মত বেল-বটম, স্ল্যাকস্ কিংবা লুঙ্গি কিনলেই বা কেমন হয়? একসঙ্গে এতসব পাওয়া যাবে কোথায়?

ঠিক! ঠিক!!
হরলালকা'ই
এর একমাত্র উত্তর। গতানুগতিক আর হালফ্যাশন—সব রকমের শাড়ি পোষাকের বিচিত্র মেলা এই 'হরলালকা'।

হরলালকা টেকস্টাইলস্
২০৬।১, রাসবিহারী এভেন্যু (গড়িয়াহাট মোড়)
হরলালকা স্টোর্স
৬, লুকাস লেন (ব্রাবোর্ণ রোড)
হরলালকা স্টোর্স
৩১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড (শিয়ালদহ)

আনন্দ বাজার পত্রিকা

বিমান মাশুল (অতিরিক্ত)
আসাম, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড, ত্রিপুরা ও উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৪ পয়সা
জামসেদপুর ও রাঁচি „ „ ২ পয়সা

Tele : ANANDRABAZAR, Cal.
Phone : 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO. 2536 G.P.O.

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ হইতে পরিবর্তিত চাঁদার হার :—

	বার্ষিক	ষাণ্মাসিক	ত্রৈমাসিক
কলিকাতা	৭৭.০০ টাকা	৩৯.০০ টাকা	২০.০০ টাকা
মফস্বল			
ভারতে	৯৫.০০ টাকা	৪৮.০০ টাকা	২৪.৫০ পয়সা
ভারতের বাহিরে সাধারণ ডাকে	১৪৫.০০ টাকা	৯০.০০ টাকা	৪৭.০০ টাকা
বিমান ডাকে			
আসাম	১১৮.০০ টাকা	৬০.০০ টাকা	৩১.০০ টাকা
ভারতের অন্যান্য স্থানে	২৫৯.০০ টাকা	১৩০.০০ টাকা	৬৫.৫০ পয়সা
রবিবাসরীয় সংখ্যা			
ভারতে	১৪.০০ টাকা	৭.৫০ টাকা	xxxx
ভারতের বাহিরে সাধারণ ডাকে	২১.০০ টাকা	১৫.০০ টাকা	xxxx

অন্যান্য চাঁদার হারের জন্য যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়।

কর্মখালি

পুরাতন মোটর ব্যাটারীর রিপেয়ারিং-এর জন্য একজন অনুভবী কারিগর এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দেখাশোনার ...

সম্পত্তি-বাড়ী-জমি

কলিকাতায় সল্ট লেকে ৪ কাঠার দক্ষিণ খোলা প্লট বিক্রয়—এস ব্যানার্জি, ১/৩ পার্ক এভিনিউ কলিকাতা-১৯। (সি ১১৯০)

বালীগঞ্জে অভিজাত এলাকায় ন্যায্য মূল্যে ছোট প্লট জমি। ভট্টাচার্য—৪৭-৫৯৬৩। (সি ১৪৩৯)

অফিস-গুদাম-দোকান

একটি আন্তর্জাতিক ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পানি কর্তৃক রাঁচিতে অবিলম্বে আনুমানিক ১০,০০০ স্কোয়ার ফুট অফিস অ্যাকোমোডেশন এবং কর্মীদের জন্য প্রায় ৭০টি বাংলো/ফ্ল্যাট আবশ্যক। অফিস প্রেমিসেস ডোরাণ্ডায় বা কাছাকাছি অঞ্চলে এবং স্টাফ কোয়ার্টার কোনো সম্ভ্রান্ত আবাসিক এলাকায় হওয়া চাই। মালিক স্বয়ং লিখুন। বক্স নং ৯৭০২, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা-১। (সি ১২৯৬)

টাইপ রাইটার

কমার্শিয়াল কলেজ ও অফিস উপযোগী টাইপরাইটার সুলভে বিক্রয়। ম্যাক্সিম মার্ট, ১০৯/বি কেশব সেন স্ট্রীট, কলি-৯। (সি ১২৯৮)

বিদেশযাত্রা

উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রা

মেদিনীপুর জেলার রাধামোহনপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীসুকুমার দাস কমনওয়েলথ বৃত্তি নিয়া ২৭শে সপ্টেম্বর বিমানে লণ্ডন যাত্রা করিবেন। তিনিই একমাত্র বাঙালী যিনি এই বৎসর উক্ত বৃত্তি লাভ ...

মোটরকার ও লরী

উত্তম অবস্থায় চালু বাস আছে। দেখার লোক অভাবে বিক্রয় ৪৭—১৯০১। বক্স নং ৯৭২৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১২৮৭)

রুটের জন্য স্পেয়ার বাসের মালিক যোগাযোগ করুন। ৩৪-১৬৪১। (সি ১২৯৭)

রেডিও-গ্রামোফোন

সহজ কিস্তিতে ট্রানজিস্টর, পাখা, হারমোনিয়ম, গিটার, স্টীল ও কাঠের ফার্ণিচার। পূজা কনসেশন। গেহী কর্পোরেশন, ৩০/১ এস এন ব্যানার্জি রোড, টেকনিক্যাল স্কুলের বিপরীত। (সি ১৪৩৪)

ব্যক্তিগত

ম্যাক্স মুলার ভবনের আমন্ত্রণ : ডঃ এইচ মুলার নিবেদিত পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের মিউজিক্যাল ফরম। ষষ্ঠ সন্ধ্যা : আজ সন্ধ্যা ৭টায় দি কনসার্ট (দ্বিতীয় অংশ)। স্থান : ৮ বালিগঞ্জ সারকুলার রোড, কলিকাতা-১৯। (৯৭৩৪)

"উর্বশী"
বিচিত্র শাড়ীর প্রদর্শনী ও বিক্রি উর্বশীতে। ২০৩।১, বিধান সরণি। আগামী রবিবার পর্যন্ত। বিকাল—৪টা—৮টা। (সি ১২৮১)

শোক-সংবাদ

আসানসোল ধাদকা নিবাসী মাইনিং ইঞ্জিনিয়র (রিটায়ার্ড) শ্রীজীবানন্দ গোস্বামী ১৯৭১ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাত্রি ৪টা ১৫ মিঃ পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র, পাঁচ কন্যা, জামাতা, নাতি ও নাতনী এবং প্রচুর গুণমুগ্ধ আত্মীয়-স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। (সি ১৪৫০)

গত রবিবার (১২-৯-৭১) তাং সকাল ৮-৫৫ মিঃ সময়ে আমাদের পরম আরাধ্য পিতৃদেব শ্রীঅমূল্যভূষণ মুখোপাধ্যায় ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

তিনি বি সি এস পাশ করিয়া সার্থকভাবে গভর্নমেণ্ট চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ওকালতি আরম্ভ করেন এবং প্রচুর সুনাম অর্জন করেন। তিনি বহু জনহিতকর কার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

তাঁহার আত্মা পরমাত্মার আশ্রয় লাভ করিয়াছে। ভাগ্যহীন—শিশির, সুশীল ও সুধীর। (সি ১২৯২)

গত ৫ই আগস্ট চট্টগ্রামের লব্ধপ্রতিষ্ঠিত উকিল শ্রীরমণীমোহন চক্রবর্তী ৮০ বছর বয়সে স্বজ্ঞানে চট্টগ্রামের শহরের বাড়ীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। স্ত্রী, দুই পুত্র, চারি কন্যা এবং বহু নাতি-নাতিনী ও গুণমুগ্ধ আত্মীয় পরিজন রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীঅমরেশ চক্রবর্তী কলিকাতা হাইকোর্টের একজন প্রখ্যাত ব্যারিস্টার। (সি ১৩০০)

কলিকাতা কর্পোরেশন

কলিকাতা কর্পোরেশন
টেণ্ডার নোটিস

নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য দুই প্রস্থে টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে এবং উহা প্রত্যেকের পার্শ্বে উল্লিখিত ...

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

দ্রব্যাবলী সরবরাহের জন্য টেণ্ডার নোটিস
নিম্নলিখিতগুলির জন্য সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে :—

ক্রঃ নঃ	টেণ্ডার নং, দাখিলের শেষ তারিখ এবং নন-আই আর এস ড্রয়িং ও স্কেচের মূল্য	দ্রব্যাবলীর বিবরণ ও পরিমাণ
৩৭৯।	ওটি/পিএ২/০৯/৭১/২৬ ১৯-১০-৭১	স্পেসিঃ আইএনডি/টিসি ০১১৯ অনুযায়ী ক্যাপের জন্য মিনারেল খাকি ও কেমিক্যালি ওয়াটারপ্রুফ ক্যানভাস কটন ক্লথ, ৬৯/৭৬ সেমিঃ চওড়া = ৩৮,০২২ মিটার
৩৮০।	এনএস/পি৪/এনএফ/১২৭/জিবি৪/৭০/ওটি ১৯-১০-৭১	বিএসএস ৯৭০/ইএন ২৪ অনুযায়ী অ্যালয় স্টীল বার ৫৫ মিঃমিঃ ব্যাস = ৩ মেঃ/টন
৩৮১।	ওটি/৯১/১৬৮/এন/৭১ ২০-১০-৭১	হোয়াইট প্রিণ্টিং পেপার ৪৩×৬৯ সেমিঃ ৭·১ কেজি প্রতি রীম ২৪ জিএসএম = ২,৫৬৮ রীম
৩৮২।	ওটি/১১/আইপি/৭৪-পি/৭১ ২১-১০-৭১	স্পেসিঃ অনুযায়ী ফরম নং ওপি/টি ৩৬ "অপ মেন লাইন ক্লীয়ার মেসেজ বুক" মুদ্রণ ও সরবরাহ = ৮,০০০ বুক
৩৮৩।	ওটি/এস/পিসি-৩/এইচবি/১৩১/৭১ ৩-১১-৭১	ডায়নামো বেলি ৬ জেড-এর সকেট টিডিই ১৯ সহ ফ্লেক্স কেবল = ৯৪৮টি
৩৮৪।	এস/ওটি/পিসি-৩/এইচবি/১৩২/৭১ ৩-১১-৭১ প্রতিটি ২, টাকা	সিইই-এর ড্রয়িং নং সিইই/জি/এ-২/টিএল—২০৬ অনুযায়ী ১০০ অ্যাম্পঃ বেলি ডায়নামোর জন্য মেন কারবন হোল্ডার = ৩,৪৯১টি
৩৮৫।	ওটি/পিডি৪/৮২/৭২/৭১ ৩-১১-৭১	আইআরএস ৩২৪১/এম অনুযায়ী লক বার সেণ্টার সেকশন = ২৮৩টি
৩৮৬।	পিঅ্যাণ্ডএম(২)/সি/৩/৭০/৫০০ ৪-১১-৭১	অটোম্যাটিক স' সার্কুলার শার্পেনার করাতের ব্যাস হইতে পিচ বাদে শার্পেনড ৩০৪·৮০ মিঃমিঃ হইতে ১০৬৬·৮০ মিঃমিঃ; ৪৪·৪৫ মিঃমিঃ হইতে ৫০·৮০ মিঃমিঃ ব্যাস সেণ্টার হোল, সমন্বিত স'-এর উপযোগী এবং ৪০০/৪৪০ ভোল্ট এ.সি ৩ ফেজ ৫০ সাইকেল পাওয়ার সাপ্লাইয়ের উপযোগী = ১টি
৩৮৭।	ওটি/পিবি৪/আর/...	আইআরএস ড্রয়িং নং এসএ—৩৬০৪/এম অল্টাঃ-৩ অনুযায়ী ...

পূর্ব রেলওয়ে

কমার্শিয়াল পাবলিসিটি অফিসার
পূর্ব রেলওয়ে
১৪—১৬, গভঃ প্লেস ইস্ট,
কলিকাতা-১
(৯৬৫৯)

হিন্দুস্তান স্টীল লিমিটেড

সবনিম্ন বা যে-কোন টেণ্ডার গ্রাহ্য করিতে বাধ্য নহেন এবং একাধিক টেণ্ডারদাতার মধ্যে কাজ বণ্টন করিয়া দেওয়ার অধিকার তৎকর্তৃক সংরক্ষিত। (৯৫৪৪)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

প্রতাপচন্দ্র মেমোরিয়াল হোমিও-প্যাথিক হসপিটাল ও কলেজ
১৪/১ নারিকেলডাঙ্গা নর্থ রোড, কলি-১১

প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ডি এম এস কোর্সের ক্লাশ (দিবা ও সন্ধ্যা) শুক্রবার ১৭ই সেপ্টেম্বর হইতে শুরু হইবে। —প্রিন্সিপাল। (৯৭৪৯)

নবগ্রাম হীরালাল পাল কলেজ

শিক্ষামূলক ভ্রমণেচ্ছু ছাত্রছাত্রীগণ যেন আগামী ১৭।৯।৭১ তারিখে সংসদ ভবনে (দিবা) যোগাযোগ করেন। (সি ১৪৪৬)

নোটিস

শ্রাডার-স্কভিল ডানকান লিমিটেড

১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের ৬৪০বি ধারামতে বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যেরূপ অনুমোদিত হইবে, তদনুরূপ শর্ত ও নিয়মাবলীতে ১৯৭১ সালের ১ জানুয়ারী হইতে ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত এবং ১৯৭১ সালের ১ সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৭৪ সালের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত সময়ের জন্য কোম্পানীর হোল-টাইম ডিরেক্টর হিসাবে মিঃ এইচ আর প্রসাদের নিয়োগ সম্পর্কে অনুমোদনলাভার্থে ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের ২৬৯ ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের ...

টেণ্ডার

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, পি ডব্লু ডি, নর্থ ক্যালকাটা ডিভিসন, ১১/এ ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬—১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ঘোষপাড়া রোডের বন্যাজনিত ক্ষয়-ক্ষতির মেরামত—কাজের অংশ (১ম পর্যায়)-এর জন্য পি ডব্লু ডি-এর ১ম ও ৩য় শ্রেণীর (রোড ও বিল্ডিং) ঠিকাদার/বাহিরের প্রকৃত ও অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের নিকট হইতে বি এফ ২৯১১(১)-তে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। অনুমিত বরাদ্দ : ৪০,০০০ টাকা। বায়নার পরিমাণ (২ শতাংশ হিসাবে) ৮০০, টাকা। বায়নার টাকা জমা দেওয়া হইতে রেহাই পাইতে হইলে অন্তত ৫০,০০০, টাকা স্থায়ী আমানত রাখিতে হইবে। আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের বৈধ শংসাপত্র এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি দেখাইয়া ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত উক্ত অফিসে টেণ্ডারের কাগজপত্র দেখা যাইবে/ক্রয় করা যাইবে। ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে।
৩৬৫৪(২) আই পি আর/এ/৭১ (৯৬৫৮)

RAJASTHAN STATE LOTTERIES
FIRST PRIZE
Rs.10 LAKHS
TICKET Re. 1/- 23rd Draw 18-9-1971

পূজোয় বিশেষ সুযোগ
ফিলিপস
ট্রানজিস্টর ও রেডিও
ব্যালোরিনা

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শ থেকে
আরাম পাবার
জন্য
হ্যাডেনসা
ব্যবহার করুন!

TELEFUNKEN
কেসিসি

অরণ্যদেব / লী ফক ও সীমুর ব্যারী রচিত

পাঞ্জাব স্টেট লটারীজ

বিরাট খেলা (প্রথম পুরস্কার : ২১,০০,০০০ টাকা)
প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল : ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
(১১ সেপ্টেম্বর, '৭১ পর্যন্ত বিক্রয়ের জন্য)

একটি প্রথম পুরস্কার ৫০০০ টাকা টিকিট নং : B-033513
দুইটি দ্বিতীয় পুরস্কার প্রত্যেকটি ৫০০ টাকা D-872448 C-413059
চাল্লশটি তৃতীয় পুরস্কার প্রত্যেকটি ৫০ টাকা

1.	H-856168	2.	G-145263	3.	C-461425	4.	G-279299
5.	C-492464	6.	I-014581	7.	E-657928	8.	E-010432
9.	H-348242	10.	H-802256	11.	B-573945	12.	A-862709
13.	E-026470	14.	B-702102	15.	G-993191	16.	G-851588
17.	H-122807	18.	F-948958	19.	D-144003	20.	G-147349
21.	A-099026	22.	G-993253	23.	F-521677	24.	B-013061
25.	A-816733	26.	D-293850	27.	E-418022	28.	F-492464
29.	B-348541	30.	A-213754	31.	B-024702	32.	D-456286
33.	A-220901	34.	D-097555	35.	G-158375	36.	A-152544
37.	C-259037	38.	F-683048	39.	E-420914	40.	C-233099

বিঃ দ্রঃ—নম্বর ভুল মুদ্রণের জন্য এই ডিরেক্টরেট দায়ী নহেন।
ডিরেক্টর, পাঞ্জাব স্টেট লটারীজ চণ্ডীগড়।

গেশীপুঞ্জকে শক্তিমান করে তুলুন

প্রতিদিন মাত্র কয়েক মিনিটে!

এই উপকারগুলির সাথে অন্য যে কোন পদ্ধতির তুলনা করুন!
অবশেষে অন্য পুরুষের ঈর্ষা ও নারীর সমাদরের বস্তু করে শীঘ্র দেহকে গড়ে তোলার একটা শক্তি ও গতিসমন্বিত উপায়—দিনে মাত্র মিনিটের মধ্যে! কোন ওজন নয়, বারবেল নয়, দীর্ঘ, বিরক্তিকর পরিশ্রম নয়! বরং অতি সহজ, অতি দ্রুত। ব্যায়ামরত ব্যক্তির ফোটো দ্বারা আমাদের পুস্তিকায় বর্ণিত সম্পূর্ণ পদ্ধতির প্রতিটি ধাপ দেখুন। কুপন ডাকে দিলেই পুস্তিকা আপনার কাছে বিনামূল্যে পৌঁছবে।

বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণিত আইসোমেট্রিক নীতি

রহস্যটা কী? বুলওয়ার্কার ২—অলিমপিক ক্রীড়া প্রতিযোগীদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত এক অভিনব আবিষ্কার। আপনার চেনাজানা যে কোন ব্যায়ামযন্ত্র থেকে আলাদা। একটা হালকা, বহনযোগ্য কমদামের যন্ত্রের মধ্যে আইসোমেট্রিক ও আইসোটোনিক উভয় নীতিই মিলিত হয়েছে। সহজ পদ্ধতিটাকে শুধুমাত্র ধাপে ধাপে অনুসরণ করুন, ব্যায়ামাগারে অনুষ্ঠিত ব্যায়ামের মতই যার কাজ আপনার পেশীগুলোকে শক্তির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে দেওয়া—অথচ সময় লাগছে দাড়ি কামানোর চেয়েও কম।

বিনামূল্যে প্রদত্ত পুস্তিকায় দেখুন কেমন করে তা সম্ভব কোন বাধ্যবাধকতা নেই

আপনার দেহের একটা পেশীচক্রকে বাছাই করার ক্ষমতা কি চান, আর তারপর যে প্রচণ্ড ক্ষমতা ও উত্তাল জীবনীশক্তির এতকাল ধরে স্বপ্ন দেখে এসেছেন সেখানে পৌঁছবার কাজ কি এখুনি সুরু করতে চান? তাহলে বিনামূল্যে পূর্ণ বিবরণসহ সচিত্র পুস্তিকার জন্য কুপনটি ডাকে দিন।

বিশ্ব-জোড়া প্রশংসা

বুলওয়ার্কার-এর পিছনে যুগান্তকারী আইসোমেট্রিক, আইসোটোনিক ধ্যানধারণাকে পৃথিবীর সর্বত্র সমর্থন করেছেন অলিমপিক ক্রীড়ার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়গণ, পেশাদারী ব্যায়ামবীর, ব্যায়ামশিক্ষক ও ক্রীড়াজগতের চিকিৎসকবৃন্দ। রীডার্স ডাইজেস্ট, ডার স্টার্ন ও লুক পত্রিকায় বিবৃত পেশীপুষ্টির জন্য উদ্ভাবিত দ্রুততম এই পদ্ধতি চিরাচরিত ব্যায়ামকৌশলের চেয়ে চতুর্গুণ দ্রুতগতিসম্পন্ন।

©Mail Order Sales Pvt. Ltd
15 Mathew Road, Bombay 4

বিনামূল্যে
অনুগ্রহ করে বাধ্যবাধকতা ছাড়াই, ব্যায়ামরত ব্যক্তির ফোটো, লিখিত নির্দেশ ও বুলওয়ার্কার ২ সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণসহ সচিত্র পুস্তিকাটি বিনামূল্যে পাঠান। ১৫ পয়সার টিকিট যুক্ত করছি।
088-R
নাম ....
ঠিকানা ....
.... বয়স ....
BULLWORKER SERVICE, Near Opera House, 15 Mathew Road, Bombay 4
অনুগ্রহ করে আমাদের ঠিকানা ইংরাজীতে লিখুন AP 36.

পূর্বাঞ্চল টেবল টেনিসে প্রথম সারির খেলোয়াড়রা যথারীতি জিতেছে

স্টাফ রিপোরটার

মঙ্গলবার ইডেন ইনডোর স্টেডিয়ামে পূর্বাঞ্চল টেবল টেনিসের দ্বিতীয় দিনে ভারতের প্রথম সারির খেলোয়াড়েরা সকলেই কোয়ারটার ফাইনালে উঠেছে। ভারতের পয়লা জি জগন্নাথ সহজেই পারেখকে হারালেও ভারতের তৃতীয় দীপক ভান্ডেরকে বাংলার পয়লা অজিত বসুর কাছে দ্বিতীয় গেম সমর্পণ করতে হয়। অনুরূপভাবে ভারতের চতুর্থ মানটি মারচেনট দিল্লির পঙ্কজ ভুটালিয়ার কাছে প্রথম গেমে হেরে শেষ দুটি গেমে স্বকীয় প্রতিভা দাখিল করতে হয়। আজ অন্যান্য খেলাগুলির মধ্যে ভারতের দশম এন ভি অশোক ও রেলওয়ের ভি ডি বসুর খেলা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর তিন গেমে নিষ্পত্তি হয়।

মহিলাদের সিঙ্গলসে বাংলার রূপা মুখারজি, ইন্দু পুরী, কল্পনা তেওয়ারী এবং অন্ধ্রের ইয়াসমিন নিয়মমত সহজেই সেমি-ফাইনালে উঠেছে।

জুনিয়র সিঙ্গলসে ভারতের পয়লা নম্বর খেলোয়াড় বালচন্দ্রন খেলতে আসেনি। দিল্লির অশোক মোদী ও এন সচদেব এবং মহীশূরের হামিদ সেমি-ফাইনালে উঠেছে। সচদেবের কাছে বাংলার পয়লা জ্ঞান মল্লিকের পরাজয় অপ্রত্যাশিত।

বুধবার সকালে কোয়ারটার ফাইনাল, বিকালে সেমি-ফাইনাল এবং সন্ধ্যায় ফাইনাল খেলাগুলি হবে।

'ব্লু' বিতরণ দিন বদল

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ব্লু' বিতরণ অনুষ্ঠান অনিবার্য কারণে ১৫ সেপটেম্বরের বদলে ২১ সেপটেমবর অনুষ্ঠিত হবে।

সারে ১৩ বছর পর

লনডন, ১৩ সেপটেমবর—১৩ বছর পর সারে কাউনটি দল আজ ইংলিশ কাউনটি ক্রিকেট চ্যামপিয়ন হল। —এ পি

যারা রাশিয়া যাচ্ছে

বোমবাই, ১৪ সেপটেমবর— বৃহস্পতিবার, ১৫ সেপটেমবর ভারতীয় ফুটবল দলের ২০ জন খেলোয়াড় তিন সপ্তাহ রাশিয়া সফরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে।

গোলঃ—তরুণ বসু ও কে সরকার (পশ্চিমবঙ্গ)। ব্যাকঃ—এস কর্মকার, এন গোস্বামী, এস ভট্টাচার্য (পশ্চিমবঙ্গ), অরুণ ঘোষ (রেলওয়ে) অধিনায়ক, অশোককুমার (পানজাব) পি চৌধুরী ও শিবদাস (মহারাষ্ট্র)। হাফঃ—এস মান্না ও এস চৌধুরী (পশ্চিমবঙ্গ), আর থাপা (মহারাষ্ট্র), এম নটরাজন (মহীশূর)। ফরোয়ারডঃ—এস ঘোষ দস্তিদার, এস ভৌমিক, এম হাবিব শ্যাম থাপা ও জহর দাস (পঃ বঙ্গ), আর আর পেরেরা (মহারাষ্ট্র) ও ভি লোবো (গোয়া)।

অতিরিক্তঃ—জার্নাদয়া (মহারাষ্ট্র), ভবানী রায়, এস ব্যানারজি ও এস সেনগুপ্ত (পশ্চিমবঙ্গ)। সোগিন্দর ঝুঁটি (পানজাব)। কোচঃ—পি কে ব্যানারজি ও জি বাসা।

শেফ দ্য মিশনঃ—বি আর কে ট্যানডন (উত্তর প্রদেশ)।

সহকারীঃ—এম সি জলি (হরিয়ানা)।

ম্যানেজারঃ—নুরুল আমিন (আসাম)।

সম্পাদকঃ— এ টি বিজয়ারঙ্গম (মহীশূর)। —পি টি আই

শীলড থেকে বি এন আর বাতিল

স্টাফ রিপোরটার

আই এফ এ শীলডের দ্বিতীয় রাউনডে টালিগঞ্জ অগ্রগামী ও বি এন রেলের অসমাপ্ত খেলায় প্রতিযোগিতা সমিতি সোমবার টালিগঞ্জ দলকে বিজয়ী ঘোষণা করেছেন।

বি এন আর-এর এক খেলোয়াড় রেফারিকে ঘুঁসি মেরেছিল। রেফারি তাঁর রিপোরটে লিখেছেন, যে ঘুঁসি মেরেছে তাকে চিনতে পারেননি।

সমিতি ওই ব্যাপারে কড়া মনোভাব অবলম্বন করায় বি এন আর প্রতিনিধি দুঃখ প্রকাশ করে ঘটনার বিবরণ সমিতির কাছে পেশ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

আই এফ এ শীলডে এবছর সর্বাধিক গোল দিল উয়াড়ি

স্টাফ রিপোরটার

উয়াড়ি—৬ জরজ টেলিগ্রাফ—০
(প্রশান্ত পোদ্দার ২, শ্যাম দে
শম্ভু মৈত্র—হ্যাট্রিক)

উয়াড়ি কোয়ারটার ফাইনালে মহমেডান ও বেহালা ইয়ুথের বিজয়ীর সঙ্গে খেলবে।

এরিয়ান—২ স্পোরটিং ইউনিয়ন—০
(দেবার্ষি রায়চৌধুরী)

এরিয়ান তৃতীয় রাউনডে মোহনবাগানের সঙ্গে খেলবে।

কালীঘাট—২ হাওড়া ইউনিয়ন—০
(মানিক ভৌমিক ও সুব্রত ঘোষ)

কালীঘাট তৃতীয় রাউনডে ইসটবেঙ্গলের সঙ্গে খেলবে।

আজ থেকে রাজ্য মুষ্টিযুদ্ধ

এস ও পি সি-তে আজ বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় রাজ্য জুনিয়র মুষ্টিযুদ্ধ শুরু হবে।

আজ দুধ সরবরাহে বিঘ্ন ঘটতে পারে

স্টাফ রিপোরটার

আজ, বুধবার সরকারী দুধের ডিপোগুলি থেকে স্বাভাবিক দুধ সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত হবার যথেষ্ট আশংকা আছে।

মঙ্গলবার এক প্রেসনোটে জানানো হয় যে, হরিণঘাটা ও বেলগাছিয়া সেনট্রাল ডেয়ারিতে কাজকর্ম ব্যাহত হওয়ায় এদিন বিকালে দুধ সরবরাহ বন্ধ ছিল। এদিন অধিক রাত্রি পর্যন্ত অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। এবং সেই কারণেই আজ, বুধবারে দুধ সরবরাহ স্বাভাবিকভাবে হবে কিনা তা বলা কঠিন।

বয়কট প্রথম ইংরাজ ১০০ গড় করলেন

লনডন, ১৪ সেপটেমবর—ইয়রকশায়ারের জিওফ বয়কট আজ ইংল্যানড ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম ইংরাজ হিসাবে এক মরশুমে ১০০ রানের বেশি ব্যাটিং গড় করলেন।

নরদামপটনসায়ারের বিরুদ্ধে বয়কট আজ তার এই মরশুমের শেষ ইনিংসে ১২৪ নট আউট থেকে ব্যাটিং গড় তুললেন ইনিংস পিছু ১০০.১২ রান।

বয়কটের আগে ইংল্যানডে এক মরশুমে ইংরাজ ব্যাটসম্যানের সর্বোচ্চ ব্যাটিং গড ছিল ১৯৩১-এ ইয়রকশায়ারেরই হারবারট সাটক্লিফের (৯৬.৯৬ রান)।

বুধবারের আই এফ এ শীলড

আই এফ এ শীলড—খিদিরপুর : ১/৩ গুরখা রাইফেলস (ইসটবেঙ্গল ২-৩০ মিঃ), কটক কমবাইনড : টালিগঞ্জ অগ্রগামী (মহমেডান ২-৩০ মিঃ)। আন্তঃ জেলা স্কুল ফুটবল—মেদিনীপুর : হাওড়া; দার্জিলিং : ২৪ পরগণা (২টি খেলাই রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে)।

বরদলুই ফাইনালে মহমেডান পরাজিত

গৌহাটি, ১৪ সেপটেম্বর—গত দুই বছরের বিজয়ী মহমেডান স্পোরটিং ক্লাবকে ফাইনালে ২—১ গোলে পরাজিত করে আসাম পুলিস দল বরদলুই ট্রফি জয় করেছে।

সস্তায় করুন
কিস্তিমাত
আনন্দের ভাণ্ডার
সুমঙ্গল
ডিনারের সব রকমের সব কিছু পাওয়া যায়
৫০% পর্যন্ত ছাড়
ডিনার সাইডেনস্টিকার শার্ট, ডিনার শার্ট আর স্যুটের কাপড়ে
তাছাড়া কাটা-কাপড়ের পিস্ কিনলে বিশেষ সুবিধে!
চৌরঙ্গিতে বিড়লা প্ল্যানেটারিয়ামের উল্টোদিকে ২-এ শেক্স্পীয়ার সরণীতে আমাদের নতুন বাড়িতে আসুন। রবিবারসুদ্ধ সপ্তাহের যে কোনো দিন সকাল সাড়ে ন'টা থেকে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার মধ্যে যে কোনো সময়ে চলে আসুন।
iam-VIN-9A/71 BEN

printadex/EI/B-1/71

পাইকারী ডিলার : চমনলাল ওমপ্রকাশ অ্যান্ড কোং, ২৫এ ক্রস স্ট্রীট, কলকাতা-৭। কাপুর ব্রাদার্স, ১ কারবালা মহম্মদ স্ট্রীট, কলকাতা। রায়চাঁদ বাবুলাল, ৩৪ যমুনালাল বাজাজ স্ট্রীট, কলকাতা। মহাদয়াল প্রেমচাঁদ, ৫ শম্ভু মল্লিক লেন, কলকাতা। শ্রীকৃষ্ণ ক্লথ স্টোর্স, পি-৩০/৩১এ, কলাকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭। নরসিংসহায় মদনগোপাল (পিস গুডস) প্রাঃ লিঃ, ১১ আরমেনিয়ান স্ট্রীট, কলকাতা-১। খুচরা ডিলার : জে এস মহম্মদ আলি, টাওয়ার হাউস, চৌরঙ্গি স্কোয়ার, কলকাতা। এ মহম্মদ আলি অ্যান্ড কোং, গ্র্যান্ট স্ট্রীট কলকাতা। ওম কোং, ৫৯ বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট, কলকাতা। গোলছা বি সি অ্যান্ড সনস, ৩৮ বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট, কলকাতা। কামরুদ্দিন হাসানজী, ১৪ বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট, কলকাতা। এন কে দীক্ষিত, ডি-৪০ নিউ মার্কেট, কলকাতা। ধামাকা ক্লথ স্টোর্স, ফান্সি পটি, সদাসুখ কাটরা, কলকাতা-৭। তারালয়, নৈহাটি এবং অন্যান্য বড় বড় দোকান। উত্তর বঙ্গ ও আসামের এজেন্ট : অজয় ট্রেডিং কোং, জলপাইগুড়ি। দীপচাঁদ মামরাজ, জলপাইগুড়ি। শিউকরণদাস রুলিচাঁদ, শিলিগুড়ি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
কটেজ অ্যাণ্ড স্মল স্কেল ইণ্ডাস্ট্রিজ ডিপার্টমেন্ট
পশ্চিম বঙ্গের
পল্লী ও আধা-শহর এলাকায় শিল্পোদ্যোক্তা আকর্ষণের জন্য উৎসাহ প্রদান

বিদ্যুৎশক্তির জন্য সাহায্য

ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন কর্তৃক পরিসেবিত এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের এবং উহার বাহিরস্থ এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ট্যারিফের হারের মধ্যে বৈষম্য অত্যন্ত বেশী এবং ইহা এই রাজ্যের বিস্তীর্ণ পল্লী ও আধা-শহর এলাকায় ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশের পথে অন্যতম বিঘ্ন হইয়া রহিয়াছে। বর্তমান স্কীমের লক্ষ্য হইতেছে, এই রাজ্যের আধা-শহর ও পল্লী অঞ্চলে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসমূহকে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সাহায্য প্রদান করা।

উল্লেখ্য বিষয়সমূহ : (১) যে সকল শিল্প ইউনিট ৫০ অ. শ. রেটেড ক্যাপাসিটি পর্যন্ত মোটর ব্যবহার করে তাহারা এই স্কীমের আওতায় আসিবে। (২) সাহায্যরূপে যে অর্থ প্রদান করা হইবে তাহা হইবে ইউনিট কর্তৃক প্রদত্ত মোট অর্থ ও ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনের জন্য বর্তমান চালু হারে হিসাব করিয়া দুইয়ের মধ্যে যে পার্থক্য দাঁড়াইবে তাহা। তবে ইহা ব্যবহৃত বিদ্যুতের প্রতি ইউনিট ৬ পয়সা হারে হিসাব করিয়া সর্বোচ্চ যে পরিমাণ দাঁড়াইবে তাহা সাপেক্ষ হইবে। (৩) এই অর্থ সাহায্য প্রতি তিন মাসে প্রদান করা হইবে, প্রতি বৎসর মার্চ, জুন, আগস্ট ও ডিসেম্বরের শেষে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানির বিল ও সাহায্যের পরিমাণ প্রদর্শক হিসাবে শীট সহ দাবি পেশ করিতে হইবে। (৪) সাহায্য মঞ্জুরকারী ও বিলি বণ্টনকারী কর্তৃপক্ষ ডি. আই. ও.'দের নিকট দাবি পেশ করিতে হইবে।

কার্যকর মূলধনী ঋণের উপর সুদ বাবদ সাহায্য :

এই স্কীমের অপর লক্ষ্য, এই রাজ্যের পল্লী ও আধা-শহর এলাকার ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ইউনিটসমূহ কর্তৃক কার্যকর মূলধনী ঋণের জন্য প্রদত্ত সুদ বাবদ অর্থ সাহায্য প্রদান।

উল্লেখ্য বিষয়সমূহ : (১) ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য অর্থ যোগানদার সংস্থা কর্তৃক কোন ক্ষুদ্রায়তন ইউনিটকে প্রদত্ত ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত কার্যকর মূলধনী ঋণ এই স্কীমের আওতায় আসিবে। (২) সুদ বাবদ সাহায্য হইবে ২% হারে তবে তাহা এই শর্তসাপেক্ষ হইবে যে, যথাসময়ে কিস্তির টাকা শোধ দিতে হইবে। (৩) বিদ্যুৎশক্তি বাবদ সাহায্যের মত এই ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট ডি. আই. ও. কর্তৃক পেমেন্ট দেওয়া হইবে।

দ্রষ্টব্য : উৎসাহসূচক উভয় প্রকার সাহায্যই নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন লিঃ কর্তৃক পরিসেবিত এলাকা বাদে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবেঃ—

(১) সাহায্য বাবদ যে অর্থ প্রদান করা হইবে তাহা হইতে প্রথমে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ইউনিট কর্তৃক কটেজ অ্যাণ্ড স্মল স্কেল ইণ্ডাস্ট্রিজ ডিপার্টমেন্টকে প্রদেয় সরকারী পাওনা (যদি থাকে) কাটিয়া লওয়া হইবে। তাহার পর অবশিষ্ট তাহাকে প্রদান করা হইবে।

(২) পশ্চিমবঙ্গের ডিরেক্টরেট অফ কটেজ অ্যাণ্ড স্মল স্কেল ইণ্ডাস্ট্রিজে রেজিস্টার্ড ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ইউনিটসমূহের ক্ষেত্রে এই স্কীম প্রযোজ্য হইবে।

ডবলিউ বি (আই অ্যাণ্ড পি আর) ৩৬৪৩ (৭)/৭১

নামী ঘরের ছোট্ট নটবর

নতুন ফিলিপ্স পকেট রেডিও

ভারতের প্রথম বিশ্বশ্রেণীর পকেট সেট।

স্মার্ট চেহারা, মিষ্টি আওয়াজ, চমৎকার কাজ দেয়। তাই নিজস্ব সেট হিসেবে দেশবিদেশে সবচেয়ে প্রিয়। বিশেষ ধরণের ছোট্ট ছোট্ট পার্টস্ দিয়ে তৈরী ব'লে পকেট সেট দেখতে ছোট্ট, দামও কম।

ফিলিপ্স-এর নতুন পকেট সেট বিশ্বশ্রেণীর—হবেই তো, ফিলিপ্স-এর কিনা!

দাম ১২৫ টাকা—সঙ্গে সুন্দর চামড়ার কেস। (এক্সাইজ সমেত, অন্যান্য কর অতিরিক্ত)

ফিলিপ্স ইণ্ডিয়া লিমিটেড

ফিলিপ্স PHILIPS

CMPR-106-305 BN

বন্দে মাতরম্
আনন্দবাজার পত্রিকা
বুধবার, ২৯ ভাদ্র, ১৩৭৮

দিনের বাণী

'মুক্তি' শব্দটি যখনই উচ্চারণ করি তখনই তার পিছনে কোন বন্ধনের উপলব্ধি বা অস্তিত্ব অনিবার্য-রূপে এসে পড়ে। আলোর সঙ্গে অন্ধকারের মত, সুখের সঙ্গে দুঃখের মত, আহারের সঙ্গে ক্ষুধার মত, জলের কামনার সঙ্গে তৃষ্ণার মত অনিবার্যরূপে এসে পড়ে। —তারাশঙ্কর

তারাশঙ্কর

জীবন আর মৃত্যুর দ্বন্দ্ব শেষ' তারাশঙ্কর নাই। বর্ষীয়ান শিল্পীর জীবনে এই ছেদকে অবসান বা যবনিকা বলিব না, বাংলার অসংখ্য মানুষ যাঁহার লেখনীর স্পর্শে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, সেই সৃষ্টিকর্তার মৃত্যু নাই। 'গণ'কে তিনি দেবতার আসনে বসাইয়াছেন, জন্মভূমি ধাত্রী-মাতাকেও। যতদিন বাঙালী জাতি আছে, বাঙলা সাহিত্য আছে—ততদিন বাংলার কথাশিল্পী, বাঙালীর প্রাণের এই বৈতালিক বাঁচিয়া থাকিবেন। খেদ শুধু এই, তাঁহার আসনটি শূন্য পড়িয়া রহিল। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের যোগ্য উত্তরাধিকারী তারাশঙ্করের উত্তরীয়খানি অবলীলাক্রমে অঙ্গে তুলিয়া লওয়ার মতো কোন সাধক সহসা নজরে পড়ে না। বিয়োগ সে-কারণেই আরও মর্মান্তিক।

তারাশঙ্কর বাংলার আপন শঙ্কর। রাঢ় বাংলার রুক্ষ কঠিন রক্তবর্ণ মাটি ছিল তাঁহার তপস্যাক্ষেত্র। তান্ত্রিকের মতো সেখানেই সাধনায় মগ্ন হইয়াছিলেন বীরভূমের এই ব্রাহ্মণ-তনয়। তাঁহার ডমরুধ্বনিতে মুহূর্তে ছায়া-মানুষেরা সব প্রাণবন্ত, ইতিপূর্বে প্রায় অদেখা নরনারী প্রত্যেকে দ্রষ্টব্য। বাংলা সাহিত্যে সে এক বিস্ময়কর মানুষের মিছিল। ঠিকানা হয়তো তাঁহাদের গ্রাম-বাংলার এক বিশেষ ভৌগোলিক চৌহদ্দির মধ্যে, সেখানেই তাঁহাদের জীবন-সংগ্রামের, সুখ-দুঃখের, আশা-নিরাশার বৃত্তের ইতি: কিন্তু তারাশঙ্করের মধ্যস্থতায় সমগ্র বাঙালী পাঠকের সঙ্গে তাঁহাদের অন্তরঙ্গতা। সেই বেদেনী, অগ্রদানী, বৈষ্ণবী, কবি এবং কবিরাজ—কে ইঁহাদের আজ না চেনেন? এটা আঞ্চলিকতা নহে, পায়ের নীচে মাটির কথা। তারাশঙ্করের সেটা ছিল। এই বায়বীয়যুগে তারাশঙ্কর সর্বার্থে মৃত্তিকার সন্তান। তাঁহার রচনায় মাটির সৌরভ, রচিত মানুষগুলি পুত্তলিকা মাত্র নয়, প্রতিটি চরিত্রে পোড়া-মাটির ভাস্কর্যের নৈপুণ্য, অথচ প্রত্যেকে জীবিত।

তারাশঙ্কর যুগসন্ধির লেখক। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র আর নূতন যুগের ভোরের ভাষ্যকার তিনি। দুই পল্লীতেই অনায়াস তাঁহার গতায়াত। অস্তমান সামন্ততন্ত্রের বিষণ্ণ আলো যেমন তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছে তেমনই আলোড়িত করিয়াছে জনতার ঘুম-ভাঙানী গান। তারাশঙ্কর কোন্ অঙ্গনে সার্থকতর তাহা লইয়া নৈয়ায়িকেরা যত তর্কই করুন, এক বিষয়ে বাঙালী পাঠক নিঃসংশয়। তারাশঙ্কর গ্রাম-বাংলার সফলতম রূপকার। তাঁহার পটখানি যেমন বিস্তারে অসাধারণ, রঙে রূপেও তেমনই অনবদ্য। কখনও মনে হয় অন্তহীন জড়ানো পট, কখনও-বা রূপকথা। তারাশঙ্করের গল্পে যদি চকমকি-পাথরের আলো ঠিকরাইয়া পড়ে, কোনও কোনও উপন্যাসে তবে মহাকাব্যের লক্ষণ।

তারাশঙ্কর জীবন শুরু করিয়াছিলেন স্বাদেশিকতার মন্ত্র কণ্ঠে লইয়া। জীবনের শেষ দিনও তিনি মন্ত্রভ্রষ্ট হন নাই। শ্রেষ্ঠ বাঙালীর মতোই তাঁহার স্বাদেশিকতা ছিল আঞ্চলিকতার ঊর্ধ্বে, তিনি ভারত-পথিক, তিনি বিশ্ব-অভিসারী সীমান্ত-সংস্কৃতির কোলে লালিত তারাশঙ্কর ছিলেন একালে ভারতের অন্য অঞ্চলে বঙ্গ-সংস্কৃতির বার্তাবহ, অবশিষ্ট-ভারতের সংস্কৃতি-কর্মীদের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র। সে দৌত্যেও এবার ছেদ পড়িল। সেদিক হইতে তারাশঙ্করের তিরোভাব সমগ্র ভারতের এক বিশেষ বেদনার মুহূর্ত। শোকে আমাদের শরিক আছেন—নিঃসন্দেহে বাঙালীর পক্ষে আজ ইহাও এক সান্ত্বনা। এই শরিকানাও তারাশঙ্করেরই দান। ইদানীং বাংলার বাহিরে তিনিই ছিলেন সারস্বত বাংলা। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সাধকেরা কেহ তাঁহার পূর্বসূরী, কেহ অনুসারী, কেহ হয়তো-বা অন্য-পথের পথিক। কিন্তু তারাশঙ্কর সকলের কাছেই কালের প্রতীক—পিতৃ-পিতামহপ্রতিম; কালের প্রতীক, তবু কালোত্তীর্ণ: আমাদের সাহিত্য-সংসারের এই মহাস্রষ্টাকে আজ মহা-কাল নিজের কোলে টানিয়া লইল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিড়ম্বনা

শিক্ষায় নৈরাজ্য দিনের পর দিন দেখি বাড়িয়াই চলিয়াছে, তাহার অবসান দূরে থাকুক—তীব্রতা হ্রাসের কোনও লক্ষণ চোখে পড়ে না। এ ব্যাধিতে কেবল পশ্চিমবঙ্গই আক্রান্ত নয়, ভারতবর্ষে এমন রাজ্য নাই যেখানে শিক্ষাক্ষেত্রে শান্তি বিরাজ করিতেছে, যেখানে স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত পঠনপাঠন চলে। কল্যাণীতে, বারাণসীতে কিংবা বাঙ্গালোরে একই দিনে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে যে সব কাণ্ড ঘটিয়াছে তাহাতে মনে হয়, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বিদ্যা লয় পাইতে বসিয়াছে, বিদ্যার আলয় আর কোনও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নয়। অধিকাংশ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অবস্থা এমনই চরমে উঠিয়াছে যে পুলিস ডাকিয়াও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যাইতেছে না, সেগুলির দরজা বন্ধ করিয়া দিতে হইতেছে।

এমনিভাবে বন্ধ হইয়াছে কল্যাণী ও বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বাঙ্গালোরে বহু কলেজ। এক দল ছাত্রের উচ্ছৃঙ্খলতায় অতিষ্ঠ হইয়া দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলী তাঁহাদের বিদ্যানিকেতনের দরজায় আপাতত তালা লাগাইয়া দিয়াছেন। একই কাজ করিয়াছেন বাঙ্গালোরে কলেজ কর্তৃপক্ষ। ব্যাপারটা প্রায় শিল্প-প্রতিষ্ঠানে লক আউট ঘোষণা করার মতো। ইদানীং শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিচালকেরা যখন উচ্ছৃঙ্খল কর্মীদের সামলাইতে পারেন না তখন তাঁহারা সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম স্থগিত রাখিয়া সে সমস্যার মোকাবিলা করার চেষ্টা করেন। দেখিতেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যেরাও সেই একই পথ বাছিয়া লইয়াছেন; হালে পানি না মিলিলে তাঁহারাও চরম পন্থাই লইতেছেন।

দিশাহারা উপাচার্যদের দোষ দিই না। জ্ঞানের উৎস যখন শুকাইয়া আসে তখন মিথ্যার আবরণে তাহাকে ঢাকা না দিয়া নিষ্ঠুর সত্যকে স্বীকার করিয়া লওয়াই ভাল। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক কাজকর্ম চালানো অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাকে খোলা রাখিয়া লাভ কী? তাহাতে ছাত্রদের চৈতন্য না হইলেও অভিভাবকদের হইবে। তখন শিক্ষকদেরও কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয় হইতে পারে। অভিভাবক এবং শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষা-জগতের ব্যাধি সম্বন্ধে সচেতন হইলে প্রতিকার হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু জোড়াতালি দিয়া কোনও কাজ হইবে না, ব্যাধির মূল ধরিয়া টান না দিলে তাহার উপশম ঘটানো যায় না—এ কথাটা এ দেশের শিক্ষানুরাগীদের বুঝিবার সময় আসিয়াছে।

নৈরাজ্য শিক্ষাজগৎকে অকস্মাৎ গ্রাস করে নাই। আজ যাহা ঘটিতেছে তাহা দীর্ঘকালের অবহেলার ফল। রোগ দেখা দিতে-না-দিতেই যদি চিকিৎসার আয়োজন হইত তাহা হইলে সেটা এমন উগ্র হইয়া উঠিতে পারিত না। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের আবহাওয়া ও পরিবেশ যদি রাজনীতির অনুপ্রবেশ কলুষিত না করিত তাহা হইলে আজ যে সব কুৎসিত কাণ্ড হইতেছে তাহার কিছুই হইত না। রাজনীতির জালে শিক্ষকমণ্ডলী জড়াইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছে ছাত্ররা। তাহার পরও যদি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বিবাদে পড়াশুনা চলিত, সেখানকার চত্বরে শান্তি বিরাজ করিত তাহা হইলেই সেটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার হইত।

রোগের বীজ ছড়াইয়াছেন সরকার নিজেই রাজনীতিকদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদে নিয়োগ করিয়া। অনেক সময় শিক্ষক-নিয়োগের বেলাতেও রাজনীতির খেলা দেখা গিয়াছে। অতঃপর ধীরে ধীরে রাজনীতির পাকে পাকে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় জড়াইয়া পড়িয়াছে। সে বন্ধন যদি খুলিতে পারা যায় তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি রাহুমুক্ত হইবে, সেখানে স্বাভাবিক পরিবেশ আবার ফিরিয়া আসিবে। যদি সেখানে শিক্ষার দুধ এবং রাজনীতির তামাক একসঙ্গে পাওয়ার ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে কোনও দিনই আসিবে না। তাহার চেয়ে বরঞ্চ অশিক্ষাবিদ্যালয়গুলি তুলিয়া দেওয়াই ভাল।

যৎকিঞ্চিৎ

সাড়ম্বরে পলতার নূতন প্রকল্প উদ্বোধনের পর কলিকাতা মহানগরীতে পানীয় জলের সরবরাহ বৃদ্ধির বদলে উহা হ্রাস পাইয়াছে। নূতন পাম্প চালু হওয়ার পরেই তাহা অকেজো হইয়া যায়, পুরাতন পাম্পের সুইচ গিয়ার পুড়িয়া গিয়া ওই পাম্পটিও অচল হইয়া পড়ে। এই দুইটি ঘটনার পর সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে, পলতায় পৌরসভার পানীয় জল পরিশোধন ও সরবরাহ-কেন্দ্রে যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার দিকে আদৌ দৃষ্টি দেওয়া হয় না। পলতায় যন্ত্রপাতি বিকল হওয়ার ঘটনা নূতন নয়। তথাপি পৌরসভা পলতার পানীয় জলের সরবরাহ অব্যাহত রাখার ব্যাপারে তেমন গুরুত্ব দেন নাই। ফলে টাকা খরচ করিয়া পলতায় নূতন পাম্প বসানো হইলেও মহানগরীর অধিবাসীদের ভাগ্যে জলের সরবরাহ বাড়ে না। নাগরিকদের সুবিধা-অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া জল-সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতির ব্যাপারে পৌরসভা উদ্যোগী হইলে নাগরিকেরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন।

জীবন-কথা

উদয়, দীপ্তি, অস্ত

তারাশংকরের জীবন আবির্ভাবের জীবন নয়, তাঁর জীবন উদয়ের জীবন। হঠাৎ-আলোর ঝলকানির ঝলক দিয়ে কারও চোখ তিনি বিব্রত করে তোলেন নি, স্তিমিত আলোকের প্রস্তাবনা নিয়ে জীবন আরম্ভ ক'রে ক্রমশ তিনি উঠে এসেছেন মধ্যগগনে— তখন তাঁর আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে চতুর্দিক। তাই মনে হয়, তিনি আবির্ভূত হন নি, তিনি উদিত হয়েছিলেন।

১৮৯৮ খৃীস্টাব্দের ২৩ জুলাই তারিখে বীরভূমের লাভপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। প্রথম জীবনে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেন দেশসেবায়, ছিলেন বীরভূমের নামকরা কংগ্রেসকর্মী।

তাঁর প্রথম বই—গল্পের বই—'রসকলি' বের হয় ১৯৩৯ খৃীস্টাব্দে যখন তাঁর বয়স চল্লিশোত্তর। তিনি বেশি বয়সে সাহিত্যসাধনা আরম্ভ করেন। কিন্তু কার্যত রচনার কাজে আত্মনিয়োগ একটু দেরিতে করলেও, রচনার উপাদান তিনি অবশ্যই সংগ্রহ করে চলেছিলেন। বীরভূমের বাউড়ি-বাগদী-কাহার বাউল-বৈরাগী-বেদে-সাপুড়ে, এবং তাদের আচার-আচরণ, তাদের দুঃখবেদনা, তাদের অন্ধসংস্কারের পরিণতি—এ সমস্তই তারাশংকর প্রত্যক্ষভাবে দেখেছেন। তাঁর এই চাক্ষুষ-দেখা এবং তাদের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনের ভাবনার যোগসূত্র রচনা করা—এইটেই সম্ভবত ছিল তারাশংকরের সাহিত্য-জীবনের প্রস্তুতি-পর্ব।

নিজেকে প্রস্তুত ক'রে নিয়ে, যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ ক'রে নিয়ে, তারপর তারাশংকর আত্মনিয়োগ করেছিলেন নির্মাণের কাজে। এই জন্যেই হঠাৎ তিনি আবির্ভূত হলেন না, ধীরে-ধীরে উদিত হলেন। তাঁর উদয় যখন সম্পূর্ণ হল, তখনই তাঁর দীপ্ত দীপ্তির সঙ্গে আমরা পরিচিত হতে পারলাম।

তারাশংকর ঔপন্যাসিক। অনেক স্মরণীয় ছোট গল্প তিনি রচনা করেছেন। তবু তিনি যথার্থই ছোট-গল্পের শিল্পী কিনা তা ভববার কথা। কেউ রচনা করেন সনেট, কেউ-বা মহাকাব্য। তারাশংকরের মন মেজাজ ও কলম যেন গদ্যের মহাকাব্য-রচনার উপযোগীই ছিল। এই জন্যেই তিনি একালের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাসকার রূপেই স্বীকৃত ও কীর্তিত। তাঁর এই কীর্তি আমাদের বাংলাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এ কীর্তি সারা-ভারতেই প্লাবিত বলা যায়।

নিষ্ঠা চেষ্টা ও পরিশ্রম—এই তিনটি বিশেষ গুণ তাঁর ছিল বলেই তারাশংকর জীবনে এই সাফল্যলাভ করেছেন। প্রথম-জীবনে তিনি যে প্রভূত পরিশ্রম করেছেন, সাহিত্যের যে একটি জগৎ আছে, তারই এক কোণে একটু স্থান লাভের জন্যে তাঁর কঠিন অধ্যবসায়ের কথা অনেকেরই জানা থাকা সম্ভব। কোনো জাদুকরী কৌশলে এমন কাজ যে হবার নয়, তা তাঁর জানা ছিল বলেই তিনি চেষ্টার ও নিষ্ঠার পথ গ্রহণ করেছিলেন। শুনেছি, কলকাতার ছোট্ট একটা ঘরে তিনি সারাদিন একমনে লেখনী চালনা করে যেতেন। এইভাবে তিনি শাণিত করে তোলেন তাঁর কলম।

যে শক্তি তাঁর মধ্যে নিহিত ছিল, এইভাবে সাধনা ক'রে তিনি তাঁর সেই শক্তির উৎস-মুখ খুলে দিলেন। রাঢ়ের যে কঠিন মাটিতে তাঁর জন্ম, সেই মাটির কাঠিন্য দিয়েই তিনিও অবশ্যই গঠিত ছিলেন, এই জন্যেই পরিশ্রমেও তিনি কাবু হন নি। রাঢ়ের যে মানুষদের তিনি প্রত্যক্ষভাবে দেখে এসেছেন তারাই একে একে ধরা দিতে লাগল তাঁর কলমে। তার ফলে বাংলা সাহিত্য পেল নতুন পরিবেশ, নতুন মানুষ ও নতুন জীবন-জিজ্ঞাসার ইঙ্গিত।

তারাশংকরও বাংলা সাহিত্যে ক্রমশ তাঁর ঈপ্সিত স্থানটি অধিকারের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন।

দেশের মাটির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল। দেশের মুক্তিযজ্ঞে তাই তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। স্বদেশী-আন্দোলনের সময়ে তিনি সত্যাগ্রহে যোগ দেন। দেশের মানুষের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল, তাদের দুঃখদুর্দশা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। দেশের মাটি ও দেশের মানুষ—এই হল তাঁর জীবনের উপাদান ও উপকরণ। সত্যাগ্রহ-আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় তিনি কারারুদ্ধ হন। কারামুক্ত হওয়ার পরে তিনি আত্মনিয়োগ করেন সাহিত্যসাধনায়। এই সব উপকরণ নিয়ে যখন তিনি সাহিত্যচিন্তায় আত্ম-নিয়োগ করলেন, তখন সে সাহিত্য অকৃত্রিমই হয়ে উঠল। তারাশংকরের জীবনের সাফল্যের মূলেও এরাই।

তারাশংকরের রচনার মধ্যে সবচেয়ে বড় জিনিসই হচ্ছে চরিত্র। অজস্র রকম চরিত্রের মানুষ এসে জড়ো হয়েছে তাঁর রচনায়। তিনি যাদের চাক্ষুষ দেখেছেন তাদের তিনি কখনো যে ভোলেন নি—এ তারই প্রমাণ। অগ্রদানীর পূর্ণ চক্রবর্তী, জলসাঘরের বিশ্বম্ভর রায়, তিনশূন্যের ল্যালা, বোবা কান্নার শশী ডোম, ময়ূরাক্ষীর তারিণী মাঝি—এসব চরিত্র যেমন নতুন, তেমনি অবিস্মরণীয়। তিনি যে এই চরিত্রাবলীর প্রতি সহানুভূতিশীল, তাও বিশেষভাবে স্পষ্ট। এই বিচিত্র রকম চরিত্র ও তার অভিনব পরিবেশ—এ'তেই তাঁর সৃষ্টি জীবন্ত রূপ নিয়েছে। লোভী পূর্ণ চক্রবর্তী তার নিজ পুত্রের পিণ্ড যখন গলাধঃকরণ করছে, তখন যে করুণ একটি চিত্র ফুটে ওঠে, সেটি মানুষের জীবনের অন্যতম একটি ট্র্যাজিডি। তারাশংকরের এই ট্র্যাজিক অনুভূতিই তাঁর রচনাকে মহিমান্বিত করেছে।

অনেক লিখেছেন তারাশংকর। শতাধিক গ্রন্থ—গল্প উপন্যাস নাটক প্রবন্ধ। কবিতার হাতও তাঁর ছিল চমৎকার। তার মধ্যে কয়েকটি উপন্যাসের উল্লেখ এখানে করাও যায়—ধাত্রীদেবতা, কালিন্দী (১৯৪০), কবি (১৯৪২), হাঁসুলি বাঁকের উপকথা (১৯৪৭), নাগিণী কন্যার কাহিনী আরোগ্য নিকেতন (১৯৫২), বিচারক (১৯৫৬)। তাঁর লেখা নাটক 'দুই পুরুষ' এককালে আলোড়ন তুলেছিল মঞ্চজগতে। তারাশংকরের কাহিনী বহু সিনেমাও হয়েছে নানা সময়ে।

১৯৫৬ খৃীস্টাব্দে তিনি সাহিত্য-আকাদেমী পুরস্কার পান তাঁর আরোগ্য-নিকেতন গ্রন্থের জন্য। এর পরে তিনি সাহিত্য আকাদেমীর সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

দেশের মানুষের সম্মান শ্রদ্ধা ও প্রীতিলাভ করা একজন সাহিত্যিকের পক্ষে হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। ১৯৪৭ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎ-স্মৃতি পুরস্কার ও পদক, ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্রস্মৃতি-পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৬৭ সালে ভারতীয় জ্ঞানপীঠ কর্তৃক প্রদত্ত সর্ব-ভারতীয় স্বীকৃতি স্বরূপ এক লক্ষ টাকা পুরস্কার পান।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৭ সালে ও রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭০ সালে তাঁকে অনারারি ডি-লিট উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। তিনি 'পদ্মভূষণ' উপাধিও লাভ করেন। পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভা এবং কেন্দ্রীয় রাজ্যসভার সদস্যও তিনি ছিলেন কিছুকাল।

—সুশীল রায়

মৃত্যুর কিছু আগে, নিজের আঁকা ছবিতে সাজানো লেখার ঘরে। ছবি : মোনা চৌধুরী

স্বরাজ্যে স্বরাট

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

তখন কেবল দেশ বিভাগ হয়েছে, কিন্তু পাসপোর্টের যন্ত্রণা আরম্ভ হয়নি। শুধু কাসটমসের দুটি ঘাটিতে ঘণ্টা দুয়েক বিড়ম্বনা সহ্য করেই দার্জিলিং মেল সোজা শিলিগুড়িতে গিয়ে পৌঁছুত।

তারই একটি দীর্ঘ স্লিপিং কোচে একজন কাসটমস অফিসারের আবির্ভাব হল রাণাঘাট স্টেশনে। আর জনৈক যাত্রীর সুটকেসে আবিষ্কৃত হল কয়েকটি পেনিসিলিন এবং স্ট্রেপটোমাইসিন।

কাসটমস অফিসার একটু কড়া ধাঁচের লোক। বললেন, আপনাকে নামতে হবে।

ভদ্রলোক বিব্রত হয়ে বললেন, সামান্য কটা ওষুধ—বাড়িতে অসুখের জন্য নিয়ে যাচ্ছি: কেন গণ্ডগোল করছেন, এ নিয়ে?

একটু পরেই ব্যাপারটা হয়তো মিটে যেত, কিন্তু গোল বাধালেন একজন তৃতীয় ব্যক্তি। এস ডি ও ছিলেন সবে রিটায়ার করেছেন, কিন্তু হাকিমি অভ্যাসটা ছাড়তে পারেননি তখনো। অকারণে একটি আপার বার্থ থেকে তিনি বলে বসলেন, নামালেই হল ট্রেন থেকে? হয়ারকি নাকি? যত সব ঘুষখোরের দল।

তরুণ কাসটমস অফিসার ক্ষেপে গেলেন। পুলিশ ডাকলেন তিনি। প্রাক্তন এস ডি ও-কে সুদ্ধ টেনে নামাবেন গাড়ি থেকে। এডিং অ্যানড অ্যাবেটিং।

কুৎসিত অবস্থা একটা।

আমার পাশের বার্থের সহযাত্রীটি এতক্ষণ চুপচাপ বসে সিগারেট খাচ্ছিলেন। ব্যাপারটা চরমে পৌঁছেছে দেখে তিনি বললেন, দয়া করে আমার দু একটা কথা শুনবেন আপনারা?

পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমি বললাম, ইনি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফল হল অদ্ভুত। সকলের দৃষ্টি একসঙ্গে তাঁর দিকে ঘুরে গেল। কাসটমস অফিসার উচ্ছ্বসিত স্বরে বললেন, হি ইজ দি মোসট রেসপেকটেবল প্যাসেনজার ইন দিস ট্রেন। এঁর কাছেই আমি সত্যিকারের বিচার চাই।

তিন মিনিটের মধ্যে সব সমাধান হয়ে গেল।

জীবনে অনেক সম্মান এর পরে পেয়েছেন তারাশঙ্কর। রবীন্দ্র পুরস্কার, আকাদামী পুরস্কার, সর্বভারতীয় লেখকদের নেতারূপে সেদিনও তিনি তাসখন্দে এশীয় লেখক সম্মেলনে যোগ দিয়ে এসেছেন। কিন্তু সেই আবেগমুগ্ধ কণ্ঠস্বরটি আমার কানে এখনো বাজছে: হি ইজ দি মোসট রেসপেকটেবল প্যাসেনজার ইন দিস ট্রেন। আমার মনে হয়, এর চেয়ে বড় সম্মান বোধ হয় তারাশঙ্কর আর কখনো পাননি।

দেশের মানুষে তারাশঙ্করকে শ্রদ্ধা করে। প্রিয় লেখকরূপে প্রীতি অনেকেই পান, কিন্তু অসাধারণ একটি ব্যক্তিত্বরূপে এমন অসামান্য শ্রদ্ধা বাংলাদেশের খুব সামান্য কজন লেখকই পেয়েছেন। তারাশঙ্কর সেই ভাগ্যবানদের একজন।

এই শ্রদ্ধার উৎস কোথায়?

স্রষ্টা হিসেবে তারাশঙ্কর অমিত শক্তিমান। কিন্তু এই শক্তি তাঁর উপন্যাস বা ছোটগল্প রচনার শিল্পগত সাফল্যের মধ্যেই সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ হয়ে নেই। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব নিজস্ব একটি জগৎ সৃষ্টির মধ্যে একটি পরিপূর্ণতার ভেতরে।

পৃথিবীর প্রধানাংশ লেখকই কেমন করে লিখতে হবে সে কথা জানেন, কিন্তু কী লিখতে হবে, সে কথা ভালো করে জানেন না। জীবনকে নানাদিক থেকে প্রকাশ করা যায়, সমালোচনা করা চলে। তার সামান্য একটি সংকেতকে আশ্রয় করে পরমাশ্চর্যের ব্যঞ্জনা আনা যায়। কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে আর এক পৃথিবী, জীবনের ভেতর আর এক জীবনকে গড়ে তুলতে পারে—ইংরেজিতে যাকে বলে 'ক্রিয়েটিং ওয়ানস ওন ওয়ারলড' তা-ই হল মহৎ শিল্পীর নিরিখ। বিশ্বনীতির মতো লেখকের জীবনদর্শন সেই পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেই নিয়মের ব্যত্যয়ে সেখানে ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হয়, তারই আনুগত্যে সেখানকার মানুষ মানসিক পরিতৃপ্তি লাভ করে। ঈশ্বরের জগৎকে নকল করা নয়, তাকে ব্যাখ্যা করা নয়, তার ভেতরে স্বয়ংবৃত্ত স্বায়ত্তশাসন, পৃথিবীর সমুদ্রে ব্যক্তিত্বের প্রবাল-বলয়িত একটি লেগুন। তলস্তয়ের জগৎ, রবীন্দ্রনাথের জগৎ, এমন কি হার্ডি, উইলিয়াম ফকনারের জগৎ। যে-কোন মহান লেখকেরই সমগ্র সৃষ্টি এমনি একটি পরিপূর্ণ সাম্রাজ্য, একে গড়ে তোলবার জন্যই তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা।

তারাশঙ্কর এই দলের। তার অর্থ এই নয় যে, তলস্তয়-রবীন্দ্রনাথের তিনি সমশ্রেণীর, হার্ডি-ফকনারের মহিমাও তাঁর মধ্যে প্রত্যাশা করলে অন্যায় হবে। কিন্তু জীবিত বাঙালী লেখকদের মধ্যে তারাশঙ্করই একমাত্র ঔপন্যাসিক, যিনি ধ্রুব সাহিত্যের ধ্রুবপদে তাঁদের সঙ্গে কণ্ঠ মেলাতে পেরেছেন। তিনিও একটি নিজস্ব হয়তো ভৌগোলিক এবং মানবিক জগতের ভাগ্যবিধাতা।

> স্বরাজ্যে স্বরাট জ্যেষ্ঠ তারাশংকর এবং তাঁর ভাষ্যকার কনিষ্ঠ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় দুজনেই আজ পরলোকে।

তারাশঙ্করের এই জগতে সকলেই মনের আশ্রয় অনুভব করবেন কিনা জানি না। ফকনারের জগতে, তাঁর স্যাংচুয়ারির পৃথিবীতেই বা ক'জন স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করবেন? ওটা ব্যক্তি এবং মানসিকতার ওপরে নির্ভরশীল। কিন্তু এ কথা বলতেই হবে 'চতালি ঘূর্ণির' নীহারিকায় যার সূত্রপাত, 'বিচারকের' নিশ্চিত বক্তব্যে তার পরিপূর্ণ গ্রহরূপ। স্বরাজ্যে তারাশঙ্কর স্বরাট। এইখানেই তাঁর আসল মহিমা।

যতদূর মনে পড়ে, তারাশঙ্করের প্রথম গল্পের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল স্কুল-জীবনে। লেখাটির নাম 'মধু মাস্টার' বেরিয়েছিল 'বঙ্গশ্রী'তে। এমন কিছু আকর্ষণ করেনি। চমক লাগল আরো কিছুদিন পরে।

'দেশের' কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রথম আবিষ্কার করলাম তারাশঙ্করকে—তাঁর 'নারী ও নাগিনী' গল্পে।

কী সে রোমাঞ্চ। কী বিস্ময়।

সেদিন নবাগত তারাশঙ্করের আত্ম-প্রত্যয় জাগেনি। সেদিন তাঁর সংশয় ছিল, হয়তো পাঠকের কাছে এই বিচিত্র জৈব গল্প অবিশ্বাস্য বলেই মনে হবে। তাই গল্পের কয়েকটি ডিটেল সম্পর্কে তিনি বোধহয় একটুখানি ভীরু পাদটীকা জুড়ে দিয়েছিলেন, যেন বলেছিলেন, 'সাপুড়িয়াদের মুখে শুনিয়াছি—'

কিন্তু কী প্রয়োজন ছিল তার? কোনো বিশেষ সময়ে সাপকে আকর্ষণ করবার জন্য সাপিনীর গা থেকে কোন বিচিত্র গন্ধ বেরোয় কিনা—সে বিষয়ে কৈফিয়ৎ দেবার কোনো আবশ্যকই স্রষ্টার ছিল না। আগাগোড়া গল্পটিকে তারাশঙ্কর এমন আশ্চর্য সুরে বেঁধেছিলেন, রেখায় রেখায় এমন অপরূপ চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন, ইঙ্গিতে সংকেতে এমনি একটা উদগ্র আদিমতাকে রূপায়িত করেছিলেন যে, ওই পাদটীকাটুকু তাতে ছন্দপতন ঘটিয়েছিল। পরবর্তীকালে শক্তি-সচেতন তারাশঙ্কর ওটি বর্জন করেছেন। ভালোই করেছেন।

এই 'নারী ও নাগিনী'ই তারাশঙ্করের সাহিত্য সম্বন্ধে একটি মৌলিক সত্যকে প্রকাশ করে। তাঁর বিশেষ ধরনের পটভূমি, তাঁর বিশিষ্ট চরিত্রগুলির আশা-নিরাশা-কামনা-ব্যর্থতা—এমন স্বতন্ত্রতা আর অপরিচয়কে বয়ে আনে যে পাঠককে চমকে উঠে বলতে হয়: 'এরকম মানুষ আছে নাকি আমাদের দেশে? আর এই জীবন?'...

দূর থেকে তারাশঙ্করকে দেখলে মনে হয় তিনি স্বল্পভাষী, আত্মমুখ, সহজে তাঁকে ধরা-ছোঁয়া যাবে না। কিন্তু কাছে এলে দেখা যাবে, মানুষটি একেবারে অন্য জাতের।...

শুনেছি তারাশঙ্কর ভালো অভিনেতা। তাঁর অভিনয় কখনো দেখিনি—কিন্তু তাঁর মুখে গল্প শুনেছি অনেকবার। চোখে, মুখে কণ্ঠস্বরে এবং বর্ণনায়, সে গল্প যে কী জীবন্ত হয়ে ওঠে—যাঁরা কখনো শোনেননি—তাঁরা তা অনুমানও করতে পারবেন না। একবার একটি নিশি-পাওয়া মানুষের কাহিনী তাঁকে বলতে শুনেছিলাম—বর্ণনার কৌশলে সারা শরীরে আমার রোমাঞ্চ জেগেছিল। পরে তাঁর 'বিচিত্র' বইতে গল্পটি পড়েছি, কিন্তু মুখে শোনার সেই স্বাদটি তাতে আর ততখানি পাইনি।

আমার মনে হয়, তারাশঙ্করের সাহিত্যের প্রধান আকর্ষণ এই নাটকীয়তা —এই থ্রিল। তারাশঙ্কর জীবনের গূঢ়-গোপন যতখানি আবিষ্কার করেন, তার চাইতেও বেশি আবিষ্কার করেন তার নাটককে।...

'রাইকমল', 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'কবি', 'গণদেবতা', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'আরোগ্য নিকেতন' কিংবা 'বিচারক', 'সপ্তপদী' পর্যন্ত প্রতিটি বইতে তারাশঙ্করের এই নাট্যগুণের দীপ্ত নির্ভুল প্রকাশ। শুনেছি তারাশঙ্করের নিজের সবচাইতে প্রিয় বই 'আরোগ্য নিকেতন'।...

রুদ্র প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা আর অস্তগামী আভিজাত্যের নৈরাজ্যে তারাশঙ্করের শিল্পিচেতনা প্রথম পর্যায়ে দ্বিমুখী। বাজে পোড়া তালগাছ কিংবা পত্রহীন কণ্টকময় বাবলা গাছের মতো কতগুলি মানুষ একদিকে তাঁর সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে, আর একদিকে মৃত্যুযাত্রী অতীত তাঁর মমতার অভিসেচন লাভ করছে। জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে তাঁর কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য তখনো ফুটে ওঠেনি।

কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যে পরিচয় তাঁর ঘটেছিল—তার ফলে ক্রমে তাঁর মনে একটা আদর্শ রূপ নিতে আরম্ভ করেছে। গান্ধীবাদ ও বিপ্লব-বাদের প্রভাব পড়তে শুরু হয়েছে 'ধাত্রী-দেবতা', 'কালিন্দী', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রামে'। কিন্তু গান্ধীবাদের দিকেই তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা ক্রমশ 'পঞ্চগ্রামে' এসে দেবু পণ্ডিতের মাধ্যমে গান্ধীয়ান সোস্যালিজমের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছে। তারাশঙ্করের নীহারিকা-জগৎ ভৌতিক ও ভৌগোলিক হয়ে উঠেছে।

তারাশঙ্করের এই মানস-বিকাশ একটা প্রচণ্ড আঘাত পেলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিতে— মন্বন্তরের কম্পনভীত বীভৎসতায়। ......ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে সক্রিয়ভাবে যোগ দিলেন তারাশঙ্কর, লিখলেন 'মন্বন্তর', '১৩৫০'। এমন কি 'মন্বন্তর' পড়ে এই কথাই মনে হতে লাগল যে, তারাশঙ্কর বুঝি কমিউনিজমের দিকেই ঝুঁকে পড়েছেন।

কিন্তু কমিউনিজমের পথে অগ্রসর হওয়ার প্রতিবন্ধক তারাশঙ্করের মধ্যে প্রথম থেকেই ছিল। জন্তব-জীবনের নৈরাজ্য চর্চার ভেতরেও তাঁর ক্লান্ত উদ্‌ভ্রান্ত মন বার বার কোনো নিশ্চিন্ত শান্তি—কোনো ধ্রুব সান্ত্বনার মধ্যে আশ্রয় খুঁজেছে।......

সাম্যবাদের সাময়িক প্রবণতা তাঁর সত্য সন্ধানের পথে একটি অধ্যায় মাত্র। ......তাই নতুন ও পুরোনোর দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক সমস্যা আর জন্তব-জীবনের উন্মত্ততা—সব কিছুই একটা পরম সমাধানের মধ্যে আশ্রয় পেয়েছে। এ গান্ধীবাদের আদর্শও নয়। হিউম্যানিজমের সঙ্গে আস্তিক্যবুদ্ধির মিলনে তারাশঙ্করের ভাবলোক সম্পূর্ণতা লাভ করেছে।......

তারাশঙ্কর নিজের জগৎ সৃষ্টি করতে পেরেছেন। মহান স্রষ্টাদের সঙ্গে সেইখানেই তাঁর আত্মীয়তা। বাংলা সাহিত্যে অপরিচিত ব্রাত্যদের তিনি টেনে এনেছেন অপরিসীম শক্তিতে। তাঁর মুখের গল্পের মতো কলমের গল্পেরও আকর্ষণ অসামান্য। কিন্তু সব কিছুর পরিণাম কি এই? এই কি তাঁর জগতের শেষ বৃত্তি?

আমি কিন্তু অনেক বেশি আশা করেছিলাম। তিনি এত শক্তিমান বলেই তাঁর কাছে আমাদের দাবি ছিল এত বেশি।........

কিন্তু নিজের দায়িত্ব তারাশঙ্কর নিজেই জানেন—পাঠকের পক্ষে সে সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়া বিড়ম্বনা। আর তাছাড়া এ-ও তো কিছুটা রুচির প্রশ্ন। যে জগৎ তিনি গড়ে তুলেছেন সেখানে অনেকেই হয়তো তাঁর মতো শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করবেন। তারাশঙ্করের কাছ থেকে জীবনের পরম সত্যকে উপলব্ধি করবেন তাঁরা।

একজনকে আমার মনে পড়ছে। 'আরোগ্য নিকেতন' পড়ে মুগ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন, 'কী একখানা বইই পড়লুম মশাই। একে নোবেল প্রাইজ দেওয়া উচিত।'

এমন ভক্ত তারাশঙ্করের দেশময় ছড়িয়ে আছেন। অতএব আমার কথাগুলি একান্তই ব্যক্তিগত মতামত মাত্র। আর লক্ষ লক্ষ সশ্রদ্ধ অনুরাগীর ভেতরে একজন সামান্য পাঠকের মতামতে তারাশঙ্করের কী-ই বা আসে যায়!

আর তাছাড়া তারাশঙ্কর তো এখনো লিখছেন। এখনো হয়তো অনেক বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্যে।

[দেশ—সাহিত্য সংখ্যা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৬, থেকে পুনর্মুদ্রিত।]

একটি চিঠি

সবিনয় নিবেদন,

আনন্দবাজার পত্রিকার সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যার সাহিত্য শাখায় অতিথি-সম্পাদক হিসাবে আমন্ত্রণ জানিয়ে ১৯শে জুলাই আমাকে যে পত্র লিখেছেন সে পত্র আমি আজ পেয়েছি। এবং এ নিমন্ত্রণ পেয়ে আমি বিশেষ আপ্যায়িত ও সম্মানিত বোধ করছি। আপনার নিমন্ত্রণ আমি সসম্মানে গ্রহণ করলাম।

আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আমার সাহিত্য জীবনের প্রায় প্রারম্ভ থেকেই। এবং সে সম্পর্ক একান্ত ঘনিষ্ঠ এবং মধুর স্মৃতিতে পরিপূর্ণ। আনন্দ-বাজার পত্রিকা আমার সাহিত্য-জীবনে নানাভাবে যে আনুকূল্য ও সহায়তা করেছেন তা সর্বদাই বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও প্রীতির সঙ্গে স্মরণ করি। স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র ও স্বর্গীয় প্রফুল্লকুমারের ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ও প্রীতি আমাকে জীবনে এগিয়ে যেতে শক্তি জুগিয়েছে। শ্রীযুক্ত অশোকবাবুও সেই পথেই আমার বহু সহায়তা করেছেন। কাজেই এ আমন্ত্রণ গ্রহণ ও দায়িত্ব পালন আমার কাছে কর্তব্য-পালনের সমতুল। এইসঙ্গে এ কথাও সর্বদাই আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করি যে, আমার বহু শ্রেষ্ঠ রচনা আনন্দ-বাজারেই প্রকাশিত হয়েছে।

তবে আমার চুয়াত্তর বছর বয়স হয়েছে, শরীর অপটু, পরিশ্রমের শক্তিও খর্ব হয়েছে। সেই কারণে এ সম্পর্কিত দায়-দায়িত্ব কতখানি হবে এ সম্পর্কে আমাকে সত্বর জানালে বাধিত হব।

আন্তরিক ধন্যবাদান্তে
ইতি
ভবদীয়
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

[গত ২৭ জুলাই অভীককুমার সরকারকে লেখা চিঠি]

সম্মানের তালিকা

১৯২৫ : কানপুরে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সাহিত্য শাখার সভাপতি।

১৯৪৭ : কলকাতায় প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সংগঠক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎ স্মৃতি পুরস্কার। বোমবাই-এ প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের রজত জয়ন্তী অধিবেশনে সাহিত্য শাখার সভাপতি।

১৯৫২ : পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে বঙ্গ সংস্কৃতির প্রতিনিধিরূপে সদস্য।

১৯৫৫ : রবীন্দ্র পুরস্কার। ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে চীন সফর।

১৯৫৬ : সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার। সরকারী আমন্ত্রণে চীন সফর।

১৯৫৭ : তাসখন্দে এশীয় লেখকদের সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি-দলের নেতৃত্ব। মস্কো সফর।

১৯৫৯ : মাদরাজে নিখিল ভারত লেখক সম্মেলনের সভাপতি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী স্মৃতিপদক।

১৯৬০ : বঙ্গ সংস্কৃতির প্রতিনিধিরূপে রাজ্যসভার সদস্য।

১৯৬২ : পদ্মশ্রী এবং পরে পদ্মভূষণ।

১৯৬৬ : নাগপুরে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি।

১৯৬৭ : জ্ঞানপীঠ সাহিত্য পুরস্কার।

১৯৭০ : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি।

অ্যাড হক কমিটির সদস্যদের তালিকা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মধ্যে যাঁরা বাদ পড়লেন তাঁদের মধ্যে আছেন পঃ বঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস (নব) ভূতপূর্ব সাধারণ সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণকুমার শুক্ল ও শ্রীঅশোক সেন, সংসদ সদস্য।

বিক্ষুব্ধ রাজ্য নব কংগ্রেস গোষ্ঠীর কোন প্রতিনিধিকে কমিটিতে স্থান দেওয়া হয়নি। এই গোষ্ঠীর নেতা হলেন শ্রীনারায়ণ চৌধুরী এবং কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী শ্রীঅমিয়কুমার কিসকু।

আজ সকালে আবার এ আই সি সি-র সাধারণ সম্পাদক শ্রীচন্দ্রজিৎ যাদবের সঙ্গে আলোচনা শুরু হলে পঃ বঙ্গ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এবং যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদ নেতাদের মধ্যে কমিটির সদস্য সংখ্যা এবং নাম বাছাই নিয়ে গুরুতর বিরোধ দেখা দেয়। শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী ও শ্রীসুব্রত মুখার্জির সঙ্গে রাজ্য কংগ্রেসের কোন কোন নেতার উত্তেজনাপূর্ণ বিতণ্ডা হয়। স্থির হয়, তাঁরা সর্বসম্মত তালিকা তৈরির জন্য দুপুরে আবার আলোচনায় বসবেন।

রাজ্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এবং যুব কংগ্রেসী ও ছাত্র পরিষদের নেতারা নিজেদের মধ্যে বিরোধের মীমাংসার জন্য পরে বঙ্গ ভবনে মিলিত হন। এক ঘণ্টা ধরে তুমুল বিতর্কের পর ত্রিশজন সদস্যের সর্বসম্মত এড হক কমিটির তালিকা তৈরি হয়।

এড হক কমিটির সদস্যদের নাম—সর্বশ্রী আবদুস সাত্তার, সন্তোষকুমার রায়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভৌমিক, অরুণকুমার মৈত্র, ডঃ জয়নাল আবেদিন, এ বি গণি খান চৌধুরী, সুদীপ ব্যানার্জি, আনন্দমোহন বিশ্বাস, তরুণকান্ত ঘোষ, অম্বর ব্যানার্জি, মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জি, শান্তিমোহন রায়, প্রদীপ ভট্টাচার্য, শচীন্দ্র সাউ, পূরবী মুখার্জি, সুবোধ হাজরা, দেবেন মাহাতো, প্রফুল্ল-কান্তি ঘোষ, বীরেন বসু, দেবীপ্রসাদ চ্যাটার্জি, সুধাংশু শেঠ, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী, লক্ষ্মীকান্ত বসু, সুব্রত মুখার্জি, ডঃ শান্তি দাশগুপ্ত, যতীন্দ্র-নাথ চক্রবর্তী, বিজয় সিং নাহার, শ্রীমতী প্রতিমা বসু, কাজী আবদুল গফফুর ও কালী মুখার্জি (আই এন টি ইউ সি)।

শীঘ্রই কর্মকর্তাদের নাম ঘোষণা : সাত্তার

দিল্লি থেকে কলকাতা ফিরে শ্রীআবদুস সাত্তার সাংবাদিকদের জানান যে এ আই সি সির সঙ্গে আলোচনাক্রমে শীঘ্রই অ্যাড হক কমিটির কর্মকর্তাদের নাম ঘোষণা করা হবে।

তারাশংকরের আঁকা ছবি

পবিত্র পরিপূর্ণতা

তারাশঙ্কর বাংলা সাহিত্যে যখন এসেছিলেন তখন সাহিত্য জগতের মোড় ফেরবার সময়, সেই মোড় যে কয়জন ফিরিয়েছিল তার মধ্যে তারাশঙ্কর অন্যতম—বোধ করি প্রথমতম।

—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

*

আমাদের সাহিত্য সাধনার প্রথম যুগে যে বহু বর্ণ বিচিত্র স্বপ্নলোক আমরা সৃষ্টি করেছিলাম তারাশঙ্কর একদা সেই স্বপ্নলোকের অধিবাসী ছিল।

—বনফুল।

*

আমাদের 'সাহিত্য-পরিবারের কর্তা-ব্যক্তি আজ ছেড়ে চলে গেলেন। ভাল-বাসা, অমায়িকতা, ঔদার্য ও অমিয় সাহিত্য-প্রীতি মিশিয়ে যে মানুষটি ছিলেন তাঁর কথা প্রতিদিন মনে পড়বে। এতদিনের এত স্মৃতি কথা হৃদয়ে তোলপাড় সৃষ্টি করছে। গত ত্রিশ বছরে সাহিত্য জগতে তাঁর যে আসন ছিল তা শূন্য হয়ে গেল।

—মনোজ বসু

*

তারাশঙ্করের স্বজাতি প্রীতি ও স্বাদেশিক সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ বিশ শতকের চিন্তায় সবচেয়ে বড় প্রেরণা হয়ে কাজ করছে। তারাশঙ্কর-বাবু তাঁর রচিত সাহিত্যে এই প্রেরণাটিকে সঞ্জীবিত করে রেখে-ছিলেন। তার এই কৃতিত্বের জন্য আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।

—সুবোধ ঘোষ

*

তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সঞ্চারিত। তাঁর সাহিত্য মানুষের প্রতি গভীর মমতায় পরিপূর্ণ। তাঁর ঋজু সবল মহৎ আদর্শে উন্নীত, তা মানুষের উত্তরণের জয় গান।

—নরেন্দ্রনাথ মিত্র

*

সেই ১৯৪১, আর এই ১৯৭১, মাঝখানে ঠিক ত্রিশ বৎসর। আরও একবার মহাগুরু নিপাত, আমাদের দুর্বৎসর। তারাশঙ্কর। সাহিত্যের মেলায় শুধুই মনোহারী বিভাগীয় বিপণি যিনি খোলেন নি, সম্ভবত আমাদের সর্বশেষ সার্বভৌম লেখক তিনি। তবু শোক নয়। মৃত্যু শূন্যতা সৃষ্টি করে ঠিক, কিন্তু পবিত্র এক পরিপূর্ণতাও দেয়, আজ সারাদিন ধরেই দেখলাম। ওই যে তিনি চলেছেন, চলে গেলেন, মর জীবন থেকে অমর জীবনে। 'ধাত্রী দেবতার' স্রষ্টা তারাশঙ্কর। দেবতা নেই, ধাত্রী তো রইলেন, যাকে তিনি সবচেয়ে ভাল-বেসেছিলেন! শোক কেন?

—সন্তোষকুমার ঘোষ

*

আজ থেকে তিরিশ বছর পিছনের জীবনে ফিরে না গেলে তারাশঙ্কর বাংলা সাহিত্যের কে ছিলেন অনুভব করা যাবে না। সাজসজ্জা রঙতুলি নিয়ে যখন রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য নতুন একটি প্রতিমা গড়তে চাইছে অথচ তাতে প্রাণ দিতে পারছে না, তারাশঙ্কর তখন প্রথমেই এনে উপস্থিত করলেন একটি তাজা হৃৎপিণ্ড—প্রতিমা প্রাণ পেল তাঁর কাছে।

—রমাপদ চৌধুরী

*

বাংলার আবহমান কৃষি ভিত্তিক গ্রাম জীবনে যন্ত্র যে এক নতুন ধরনের পরিবর্তন ঘটাতে যাচ্ছে, তার আভাস তারাশঙ্করের চেতনাতেই আগে ধরা পড়েছে। গ্রামের যে মানুষ কলে বা জংশন স্টেশনে খেটে মাস মাস বেতন পায়, তাদের চরিত্র গ্রামের বাবুদের জমিতে খেটে খাওয়া মানুষদের চেয়ে যে স্বতন্ত্র, তারা যে জমির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা দাসাভাব থেকে মুক্ত, তারা যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধে উদ্বুদ্ধ এক নতুন ধরনের মানুষ, যেমন 'কবি'র পয়েন্টসম্যান রাজন বা হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'র করালী, এই বার্তা বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্কর যেমনভাবে জানিয়েছেন, তেমন আর কেউ না। আমার কাছে এই কারণেই তারাশঙ্কর বড় লেখক।

গৌরকিশোর ঘোষ

*

যখন তাঁকে চোখে দেখলাম, ছোট খাটো মানুষটিকে যেন কল্পনায় মিলিয়ে নিতে পারলাম না। প্রণাম করবার পরে, আমার চিবুক মুঠো করে ধরলেন, বললেন, 'হাত দেখে বুঝতে পারছো না, এ হল রাঢ়ের মানুষের হাত। দেখো আমার চেহারা, রাঢ়ের ভূপ্রকৃতির মতোই এবড়ো খেবড়ো উঁচু নিচু খানা খন্দে ভরা।' মনে মনে বললাম, 'এবং পাথুরে।' কিন্তু গলার স্বরে নামের সেই ব্যাপক অর্থ তখন আমার শ্রুতির গভীরে বাজছে। এখনো বাজছে, 'জীবনকে জীবনের আলোয় দেখিস।'

—সমরেশ বসু

রাজ্য সরকারী অফিসে কর্মবিরতি

প্রথম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের পর

ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় সে সম্পর্কে মুখ্যসচিবকে বিবেচনা করতে হবে। এক প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যপাল জানান, ১৩ জন সরকারী কর্মীকে বরখাস্তের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

মহাকরণের অবস্থা

মঙ্গলবার মহাকরণের বিভিন্ন অফিসে প্রায় কোন কাজকর্ম হয়নি। হাজিরা খাতায় সই করার পর সকাল থেকেই কর্মীরা নিজ নিজ অফিসে বরখাস্তের আদেশের প্রতিবাদে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। মহাকরণের চার দিকে কড়া পুলিশ পাহারা মোতায়েন করা হয়। প্রধান ফটক ছাড়া মহাকরণের আর সব ফটক বন্ধ ছিল। মফস্বলের সরকারী অফিসগুলিতেও কর্মবিরতির ফলে কাজকর্ম ব্যাহত হয় বলে খবর পাওয়া যায়।

এ দিন যাঁরা সবচেয়ে আগে মহাকরণে আসেন, তাঁদের মধ্যে রাজ্যপাল শ্রীডায়াস অন্যতম। তিনি ঠিক দশটায় মহাকরণে আসেন। পশ্চিমবঙ্গের জন্য ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের আসতে দেরী হয়। তিনি আসেন বেলা সাড়ে বারটায়।

বেলা সাড়ে বারটার পর মহাকরণের বিভিন্ন অফিসের কর্মীরা নীচতলার উঠানে সমবেত হয়ে বরখাস্তের আদেশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং বিবিধ শ্লোগান দেন।

শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মী বরখাস্তের সম্ভাবনা

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় মঙ্গলবার কলকাতায় বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিতেও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য কর্মচারী বরখাস্ত হতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী কো-অরডিনেশন কমিটির ১৩ জন কর্মচারীকে বরখাস্ত করা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে শ্রী রায় ওই মন্তব্য করেন।

শ্রী রায় জোর দিয়ে বলেন, কঠোরভাবে সরকারী কর্মচারীদের নিয়মের মধ্যে আনতেই হবে। যা ঘটে ঘটুক। আমরা জনসাধারণের সামনে সব খুলে বলব।

জনৈক রিপোরটার জিজ্ঞাসা করেন, কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিতে কি এই ব্যবস্থা নেওয়া হবে? শ্রী রায়ঃ নিশ্চয়ই। আমরা সেজন্য তৈরি হচ্ছি।

পশ্চিম বঙ্গের কর্মচারীদের বরখাস্তের আগে রাজ্যপাল আপনার সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন কি?

শ্রী রায়—বলব না। প্রয়োজন মনে করেই রাজ্যপাল যা করবার করেছেন।

প্রঃ—রাজ্যপাল তাঁর আদেশ পুনর্বিবেচনা করবেন?

শ্রী রায় ঃ এক্ষেত্রে পুনর্বিবেচনার প্রশ্ন ওঠে না।

শ্রী রায় আরও বলেন, আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হবে। যাতে অফিসার ও কর্মীরা সমানভাবে দেশ গঠনের কাজে অংশ নেন, সেই পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে হবে। এই বরখাস্ত দেশের ও জনগণের স্বার্থে করা হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

মহাকরণে শতকরা ৫০ জন অনুপস্থিত

মুখ্য সচিব জানান, সকালের দিকে হুগলিতে কিছু গোলমালের খবর তিনি পেয়েছেন। অন্যান্য এলাকার অবস্থা শান্ত ছিল। এক প্রশ্নোত্তরে তিনি বলেন, মহাকরণে এদিন শতকরা ৫০ জন অনুপস্থিত ছিলেন। কর্মবিরতির জন্য মাহিনা কাটার প্রশ্নটিও সরকার খতিয়ে দেখছেন। কর্মবিরতি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়া হচ্ছে—প্রয়োজন হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

মহাকরণের কর্মচারীদের কর্মবিরতির ঢেউ অফিসারদের ঘরেও দেখা যায়। কারণ কোন অফিসার বিশেষ কোন ফাইলপত্র পাননি। তাঁরা সারাদিন বসে থেকে পাঁচটা বাজার সঙ্গে চলে যান।

সংরক্ষিত এলাকার বাইরের জনৈক আই-এ-এস অফিসারকে প্রহরারত একজন কনস্টেবল আটক করলে প্রচণ্ড হৈচৈ বেঁধে যায়। ওই কনস্টেবল আই-এ-এস অফিসারের পরিচয় পাওয়ার পরও তাঁকে সংরক্ষিত এলাকায় আসতে বাধা দেন।

সংরক্ষিত এলাকার বাইরে বসেন একাধিক আই-এ-এস অফিসার। স্বরাষ্ট্র বিভাগের কাছে তাঁরা নিরাপত্তার ব্যবস্থার দাবি করছেন।

বেতন হবে কি?

যদি এইভাবে কর্মবিরতি চলে তবে পুজার আগে কর্মচারী বা অফিসার কেউ এমাসের বেতন পাবেন না বলে জানা যায়।

মুখ্য সচিব আরও জানিয়েছেন, কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া সম্পর্কে অভাব অভিযোগ প্রতিকারের জন্য বিশেষ 'সেল খোলার' বিষয়টি সরকার বিবেচনা করছেন। সাধারণ খুঁটিনাটি প্রশ্নে সরকারী কর্মচারী ও অফিসারদের মধ্যে সম্পর্ক যাতে ভাল করা যায় তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

কর্মচারীদের বিক্ষোভ মিছিল

রাজ্য সমন্বয় কমিটির নেতৃবৃন্দকে বরখাস্তের প্রতিবাদে ১২ জুলাই কমিটি, মারকেনটাইল ফেডারেশন ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতির পক্ষ থেকে যুগ্মভাবে এদিন অফিস ছুটির পর রাজভবনের সামনে বিক্ষোভ জানানো হয়। বিভিন্ন অফিস থেকে কর্মচারীরা মিছিল করে আসেন।

এখান থেকে সর্বশ্রী কে জি বসু, দীপেন ঘোষ, সমীর মুস্তাফির নেতৃত্বে সাতজনের এক প্রতিনিধিদল রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে তাঁর কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন।

প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে পরে শ্রী কে জি বসু জানান, রাজ্যপাল তাঁদের জানিয়েছেন তিনি এখনই এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারছেন না, তবে ব্যাপারটি তিনি ভেবে দেখবেন বলে তাঁদের আশ্বাস দিয়েছেন।

আরও যাঁরা নোটিস পেলেন

রাজ্য কো-অরডিনেশন কমিটির সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে জানান এদিন কমিটির সহ-সভাপতি শ্রীশান্তি ভট্টাচার্য, কোষাধ্যক্ষ শ্রীবিধুভূষণ সাহা ও অফিস সম্পাদক শ্রীসুভাশীষ গুপ্তের ওপর অনুরূপ বরখাস্তের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবাদ পুনর্বহালের দাবি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারী এবং কো-অরডিনেশন কমিটির কর্মকর্তাদের বরখাস্তের প্রতিবাদ এবং সংশ্লিষ্ট আদেশ প্রত্যাহার করে তাঁদের পুনর্বহালের দাবি জানিয়ে বিভিন্ন সংস্থা ও কর্মচারী সমিতি মঙ্গলবার বিবৃতি দিয়েছেন। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের উপর 'আক্রমণ' এবং 'ফ্যাসিস্তসুলভ' মনোভাবের নিদর্শন বলে কয়েকটি বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়েছে। বিবৃতি দিয়েছেনঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি-সমূহের যুক্ত কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীনরল সেনগুপ্ত; কলকাতা ডিভিশন জীবনবীমা কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীশান্তি ভট্টাচার্য; বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাংক কর্মচারী সমিতির সভাপতি শ্রীপ্রভাত কর ও সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুশীল ঘোষ; নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীমতী অনিলা দেবী; পশ্চিমবঙ্গ অ্যাগরো ইনডাসট্রিজ করপোরেশন কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্রীবাবুল চক্রবর্তী; কলকাতা করপোরেশন ক্লারকস ইউনিয়নের সম্পাদক; আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যানডারড, দেশ কর্মচারী ইউনিয়নের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীরামচন্দ্র চ্যাটার্জি;

ইউনাইটেড লেফট ফ্রন্ট-এর আহ্বায়ক শ্রীসুধীন কুমার; ভারতের কম্যুনিস্ট পারটির রাজ্য পরিষদের পক্ষে শ্রীগোপাল ব্যানারজি: আর সি পি আই-এর পক্ষে শ্রীবিমলানন্দ মুখারজি: পঃ বঃ নিম্নতন (৪র্থ শ্রেণী) সরকারী কর্মচারী সমিতির পক্ষে শ্রীপান্না দাস: আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন, পঃ বঙ্গের ফায়ার সারভিস ওয়ারকারস ইউনিয়ন, গান অ্যান্ড সেল ফ্যাকটরি মজদুর ইউনিয়ন, সাবরডিনেট এনট্রি-ট্যাক্স এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন, পঃ বঃ আই টি আই স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন, সাধারণ বীমা কর্মচারী সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীবিমল রায়, ডি ভি সি স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রী এস আর সেনগুপ্ত.

দুর্গাপুরে মাত্র দুটি আদালতে কর্মবিরতি

দুর্গাপুর থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কর্মবিরতি এখানে কেবল দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতেই দেখা গিয়েছে। জানিয়েছেন।

সরকারী কর্মচারীদের কর্মবিরতি দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা

কৃষ্ণনগর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, আজ কৃষ্ণনগরের কালেকটরেটের সকল সরকারী কর্মচারী রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃস্থানীয় সদস্যদের রাজ্যপালের বিশেষ আদেশে বরখাস্ত করার প্রতিবাদে কর্মবিরতি পালন করেন।

মেয়রের প্রতিবাদ

কলকাতার মেয়র শ্রীশ্যামসুন্দর গুপ্ত এক বিবৃতিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অতর্কিতে রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ও শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় সহ আরও দশজন নেতৃস্থানীয় কর্মীকে যে ভাবে বরখাস্ত করেছেন তার তীব্র প্রতিবাদ জানান।

তমলুকে সরকারী অফিসে কর্মবিরতি

তমলুক থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানান যে, সরকারী কর্মচারীদের বরখাস্তের প্রতিবাদে এইদিন এখানকার সমস্ত সরকারী অফিসে কর্মবিরতি পালন করা হয়।

চুঁচুড়ায় চারজন সরকারী কর্মচারী গ্রেফতার

চুঁচুড়া আদালতের অভ্যন্তরে 'উচ্ছৃংখল আচরণের' জন্য মঙ্গলবার চারজন রাজ্য সরকারী কর্মচারীকে গ্রেফতার করা হয়। এর মধ্যে একজনকে আগেই বরখাস্ত করা হয়েছে।

বাংলা বন্ধ ডাকার প্রস্তাব

স্টাফ রিপোরটার

কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতাদের বরখাস্তের প্রতিবাদে মঙ্গলবার ১২ জুলাই কমিটি ও মারকেনটাইল ফেডারেশনের যুক্ত বৈঠকে 'বাংলা বন্ধ'-এর ডাক দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। শ্রী কে জি বসু জানান, আজ বুধবার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে।

কো-অরডিনেশন কমিটির এ-দিনের বৈঠকে ঠিক হয়েছে, আজ বুধবারও সারা রাজ্যে সরকারী কর্মচারীদের কর্মবিরতি চলবে।

অন্যদিকে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার বৈঠকে 'সিটু'র পক্ষে শ্রীকমল সরকার বাংলা বন্ধ-এর প্রস্তাব দেন। কিন্তু কেউ রাজি হননি। ইউ টি ইউ সি'র শ্রীযতীন চক্রবর্তী বলেন, এর আগের বন্ধের সময় বলা হয়েছিল উচ্চ-পর্যায়ের আন্দোলনের কর্মসূচি নেওয়া হবে। কেবল বন্ধ করে কাজ হবে না। ইউ টি ইউ সি (লেনিন সরণি) শ্রীকার্তিক ঘোষও যতীনবাবুকে সমর্থন করেন।

শেষ পর্যন্ত ঐকমত্য না হওয়ায় ঠিক হয় বৃহস্পতিবার আবার বৈঠক হবে। তার আগে সকলে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নেবেন।

আজ, বুধবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন কমিটির বৈঠক বসছে।

"আমার মৃত্যুর পর শুধু দুফোঁটা চোখের জল দিও। তাতেই আমাদের মা ও ছেলের সম্পর্ক পূর্ণ হবে।" —তারাশংকরের শেষ শয্যা। —নিজস্ব চিত্র

তারাশংকরের ইহজীবনের অবসান

প্রথম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমের পর

নাতি-নাতনি এবং বহু আত্মীয়স্বজন বর্তমান। এ ছাড়া তিনি রেখে গিয়েছেন অগণন শুভানুধ্যায়ী, তাঁর সাহিত্য-প্রেমিক। চুয়াত্তর বছরে পড়েছিলেন তিনি।

শোক মিছিল

বেলা একটা নাগাদ টালা পারকের বাড়ি থেকে শোক মিছিল বের হয়। রাজা মণীন্দ্র রোড ও বি টি রোড হয়ে বাগবাজার স্ট্রীটে পত্রিকা ভবনের পাশ দিয়ে গিরীশ এভেনিউয়ে গিরীশ ভবনের সামনে যায়। সেখান থেকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে সাহিত্য পরিষদ। সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তারাশঙ্করের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। অসুস্থ হওয়ার দুদিন আগেও তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। বাড়ি থেকে সাহিত্য পরিষদ পর্যন্ত আসতে মরদেহবাহী লরী ফুলে, স্তবকে ভরে যায়। পাশের আরও দুটি লরীতে ফুল, স্তবক দেওয়া হতে থাকে।

সাহিত্য পরিষদ থেকে রামমোহন সরণী, (আমহারস্ট স্ট্রীট), সূর্য সেন স্ট্রীট (মিরজাপুর স্ট্রীট) হয়ে কলেজ স্ট্রীটে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটকের সামনে মিছিল উপস্থিত হলে বহু ছাত্রছাত্রী 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিয়ে ওঠেন। মিছিল থেকেও সেই ধ্বনি দেওয়া হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় সংহতি কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, ছাত্র-পরিষদ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা সংস্থার পক্ষ থেকে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মালা দেওয়া হয়। নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি কলেজ স্ট্রীট ও সূর্য সেন স্ট্রীটের মোড়ে তারাশঙ্কর তোরণও নির্মাণ করেন। ওই ফটকের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। তিনিও শবাধারে মালা দেন। শ্রীরায় তার আগে তারাশঙ্করের বাড়িতেও গিয়েছিলেন। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রও সকালে সেই বাড়িতে গিয়ে তারাশঙ্করের উদ্দেশে শেষ প্রণাম জানিয়ে আসেন। তাঁর সমসাময়িক কিংবা অগ্রজ সাহিত্যিকদের মধ্যে সর্বশ্রী পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, বনফুল, প্রবোধকুমার সান্যাল, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মনোজ বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বাড়িতে বা শ্মশানে গিয়েছিলেন। আর তাঁর কনিষ্ঠ সাহিত্যিক ও কবিদের মধ্যে প্রায় সবাই উপস্থিত হয়েছিলেন। বিকালে নিমতলা শ্মশানে শেষকৃত্যের আগে এই সাহিত্যিক, কবিদের ভিড় উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছিল।

শোক মিছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রবীন্দ্রভারতী হয়ে বিকাল পৌনে পাঁচটায় নিমতলা শ্মশানে পৌঁছায়। রবীন্দ্র ভারতীর সামনে মিছিল উপস্থিত হলে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া হয়। বহু সংস্থা ও সংগঠনের সঙ্গে রবীন্দ্র ভারতী, বিশ্বভারতী ও আনন্দবাজার পত্রিকার তরফেও শবাধারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। কলকাতার মেয়র শ্রীশ্যামসুন্দর গুপ্ত নিমতলা শ্মশানে মালা দেন।

শেষকৃত্যের আগে মরদেহে চন্দন লাগানো হয়। কিছুক্ষণ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের পর তারাশঙ্করের বড় ছেলে সনৎকুমার মুখাগ্নি করেন। রবীন্দ্রনাথের সমাধিক্ষেত্রের উলটো দিকে তাঁকে দাহ করা হয়। সকালে বাড়িতে গীতাপাঠ করেন ডঃ রমা চৌধুরী।

শোক মিছিল যে পথ দিয়ে যায়, সেখানেই যেন ভিড় ভেঙে পড়ে। মালা ও পুষ্প স্তবকের পাহাড় যেন জমতে থাকে। সকলেই বর্তমান যুগের বর্ষীয়ান সাহিত্যিককে শ্রদ্ধা জানাতে ব্যগ্র। নানা জায়গায় ভিড় সামলাতে স্বেচ্ছাসেবক, পুলিশকে বেগ পেতে হয়।

রেডিওয় এই শোকযাত্রার বিবরণী রিলে করা হয়।

রাজ্যপালের চিঠি

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াস তারাশঙ্করের স্ত্রীর কাছে লেখা এক চিঠিতে পরলোকগত কথা-সাহিত্যিকের উদ্দেশে তাঁর শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, ব্যক্তিগতভাবে ডঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানার সুযোগ আমার হয় নি। তিনি পশ্চিমবঙ্গের অগ্রণী সাহিত্যিক এবং দেশপ্রেম ও আদর্শের জন্য সারা দেশ জুড়ে সম্মানিত।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর শোক

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শ্রীতাজউদ্দিন আহমেদ এক বিবৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাবার জন্য বাংলাদেশের অধিবাসীরা এই প্রখ্যাত সাহিত্যিকের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দফতরের উপমন্ত্রী শ্রীঅমিয় কিসকু বলেছেন—ডঃ তারাশঙ্করের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের অবসান ঘটল।

তারাশঙ্করের মৃত্যুতে শোক এবং তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন—পঃ বঃ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির সভাপতিরূপে উপাচার্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, বাংলাদেশ হাইকমিশনার শ্রী এম হোসেন আলি: পঃ বঃ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির আহ্বায়ক শ্রীআবদুস সাত্তার, ইন্দো-সোভিয়েত কালচারাল সোসাইটির পক্ষে শ্রীমতী ইলা মিত্র, জনসংঘের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি অধ্যাপক হরিপদ ভারতী, পঃ বঃ ছাত্র পরিষদের (চৌরঙ্গী) অস্থায়ী সভাপতি শ্রীঅসীম ব্যানারজি, দারজিলিং শ্রীরামকৃষ্ণ বি টি কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ, উমেশচন্দ্র কলেজ, ছাত্র সংসদ, পঃ বঃ যুব কংগ্রেসের (নব) সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুদীপ ব্যানারজি, ছাত্র পরিষদের ধারণ সম্পাদক শ্রীকুমুদ ভট্টাচার্য, বঙ্গবাসী প্রাতঃ কলেজের ছাত্র সংসদের সম্পাদক শ্রীআনন্দ রায়, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য সংরক্ষণ সমিতি, বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের সম্পাদক শ্রীশেখর বসু, উত্তর কলকাতা জেলা কংগ্রেসের (নব) শ্রীসোমেন মুখারজি, ৫নং ওয়ারড কংগ্রেস (নব), ৫২ ব্লক ছাত্র পরিষদ, পাতিপুকুর আদানাথ শিক্ষা-মন্দির, ডেমোক্র্যাটিক অ্যাসোসিয়েশন, রবীন্দ্র মেলার সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅমল সরকার, বঙ্গবাসী কলেজের পক্ষে অধ্যক্ষ প্রশান্তকুমার বসু, বিদ্যার্থী পরিষদের শ্রীকমলেন্দু ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

ছেলে চলে গেল

প্রথম পৃষ্ঠার অষ্টম কলমের পর

যান। প্রথম দর্শনেই তারাশঙ্কর তাঁর পায়ে হাত দিয়ে মা বলে ডাকেন। শ্রীমতী দেব সেই প্রণাম নিতে ইতস্তত করেছিলেন।

তারপর থেকে শ্রীমতী দেব তারাশঙ্করকে ছেলে বলে ডাকতেন, তুমি বলতেন। তারাশঙ্করের বাড়ির অন্যরাও তাঁকে সেই সম্মান দিয়েছিলেন।

এবারও আটুই শ্রাবণ ছেলের জন্মদিনে প্রথম ওই বাড়িতে গিয়েছিলেন শ্রীমতী দেব। শোভাবাজারের দেব বাড়ির মেয়ে কুমারী অর্পণা বয়সে বোধ হয় তারাশঙ্করের অর্ধেকও নয়।

প্রতিবাদ জানাতে সব দল একযোগে যেতে রাজি নয়

স্টাফ রিপোরটার

সরকারী কর্মচারী বরখাস্ত করার প্রতিবাদ আন্দোলনে সি পি এম-এর প্রস্তাবে সব বামপন্থী এবং গণতান্ত্রিক দল রাজি হয়নি। সি পি এম নেতা শ্রীজ্যোতি বসু মঙ্গলবার সকাল থেকেই কয়েকটি বামপন্থী দলের নেতাদের কাছে টেলিফোনে প্রস্তাব করেন, চলুন, চলুন, বুধবার সবাই মিলে যুক্তভাবে রাজ্যপালের কাছে একটা ডেপুটেশন নিয়ে যাই।

জ্যোতিবাবুর প্রস্তাবটি সি পি আইকে জানান ফরোয়ারড ব্লক এবং এস ইউ সি। সি পি আই নেতা শ্রীগোপাল ব্যানারজি সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রস্তাব নাকচ করে দেন এবং বলেন, প্রতিবাদ আমরাও জানিয়েছি। আন্দোলন আমরাও করতে চাই। কিন্তু কিছু করতে গেলেই যে সি পি এমের সঙ্গে যেতে হবে তার কি মানে আছে!

সকালে জ্যোতিবাবু একে একে ফরোয়ারড ব্লকের শ্রীঅশোক ঘোষ, এস ইউ সি'র শ্রীনীহার মুখারজিকে টেলিফোন করেন। সকলকেই তিনি এবং আর এস পি'র শ্রীমাখন পালকে একই কথা বলেছেন, আপনারা ত প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু সব বামপন্থী এবং গণতান্ত্রিক দল যুক্তভাবে একটা কর্মসূচি নেওয়া দরকার ত!

জবাব মোটামুটি সবাই জানিয়েছেন, আগে আমরা নিজেরা আলোচনা করে নিই। তারপর সবাই রাজি হলে বসে ঠিক করা যাবে।

ফরোয়ারড ব্লক নেতারা দলের সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকে জ্যোতিবাবুর প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার পর ঠিক করেন, তাঁরা একাই বুধবার সকাল ১১টায় রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াসের কাছে ডেপুটেশন নিয়ে যাবেন। ওদিকে অশোকবাবু জ্যোতিবাবুকে জানিয়ে দেন, না আপনার প্রস্তাবে সবাই একমত নয়। সম্পাদকমণ্ডলীর প্রস্তাবে অবিলম্বে বিনাশর্তে বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন।

এস ইউ সি নেতা নীহারবাবু সি পি আই, ফরোয়ারড ব্লক এবং আর এস পি নেতাদের সঙ্গে আলাদাভাবে আলোচনার পর জ্যোতিবাবুকে জানিয়ে দেন, সি পি এমের সঙ্গে যেতে সবাই রাজি নয়। তবে তাঁরা নিজেরা মনে করেন সবাই মিলেই কিছু করা দরকার। আর সবাই একসঙ্গে না গেলেও মূল লক্ষ্যটা এক থাকা দরকার।

আর এস পি'র শ্রীমাখন পালেরও একই বক্তব্য। রাজ্য সরকারের আক্রমণের বিরুদ্ধে একজোট হওয়া দরকার।

সিঙ্গাপুরে শ্রী ভি. ভি. গিরি

সিঙ্গাপুর, ১৪ সেপটেম্বর—ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি তাঁর স্ত্রী এবং ১৪ জনের একটি দল নিয়ে চারদিনের রাষ্ট্রীয় সফরে আজ মাদরাজ থেকে এখানে এসে পৌঁছেছেন।

বিমানবন্দরে রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরিকে সাদর অভ্যর্থনা জানান সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রপতি শ্রীবেনজামিন শেরেস, প্রধানমন্ত্রী শ্রী লী কুয়ান ইউ এবং অন্যান্য মন্ত্রিবর্গ ও কূটনীতিবিদ। —রয়টার

বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়ন কমিটি

প্রথম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমের পর

কমিশনের সদস্য, প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ, ডঃ সুখময় চক্রবর্তীকে কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় মঙ্গলবার কলকাতায় ওই তথ্য জানান। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রণালয় এই কমিটি নিয়োগ করলেন। ৩ থেকে ৬ মাসের মধ্যে কমিটি তাঁদের প্রতিবেদন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কাছে পেশ করবেন।

শ্রীরায় বলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার' জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সব রকম সাহায্য করবেন।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সভাপতি ডঃ ডি এস কোঠারি আগামী ১৮ সেপটেম্বর কলকাতায় আসছেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনার পর কমিটির অন্যান্য সদস্যের নাম স্থির করা হবে।

ডঃ সেনের সন্তোষ

রাত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'আমরা এই ধরনের কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেছিলাম।' কমিটি গঠিত হওয়ায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

চুয়াডাঙ্গায় গবরনর মালিকের সভা — শ্রোতা ২০০, সৈন্য ৩০০

কৃষ্ণনগর, ১৪ সেপটেম্বর—গত ১২ সেপটেম্বর পূর্ববঙ্গের গবরনর ডাঃ এ এম মালিকের চুয়াডাঙ্গার (কুষ্ঠিয়া) বাড়ির প্রাঙ্গণে ডাঃ মালিক যখন ২০০ লোকের এক জনসমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন ৩০০ পাক-সৈন্য সেখানে প্রহরায় নিযুক্ত ছিল।

পূর্বে স্থির ছিল এই সভা হবে চুয়াডাঙ্গা স্টেডিয়ামে। কিন্তু পরে স্থান পরিবর্তন করা হয় এবং সৈন্যরা গ্রামাঞ্চল থেকে অনেক চেষ্টায় মাত্র ২০০ শ্রোতা সংগ্রহ করে। —পি টি আই

নয়াদিল্লি নজর রাখছে

প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের পর

'রাজনৈতিক জঞ্জাল ও আগাছা' জমা হয়েছে তা সাফ করার ব্যাপারে রাজ্যপাল কেন্দ্রের দিক থেকে পূর্ণ সহযোগিতা নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করতে পারেন। সরকার একাধিকবার বলেছেন যে, রাষ্ট্রপতি শাসনের একটা প্রধান লক্ষ্য হল ওই সব রাজনৈতিক আগাছা উপড়ে ফেলা।

সংসদে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে বিতর্ক কালে যেসব দল ওই আগাছা নির্মূল করার দাবি জানিয়েছিলেন তাঁরাও নিশ্চয়ই রাজ্যপালকে তাঁর প্রয়াসে সমর্থন জানাবেন।

সংসদে খোলাখুলিভাবে বলা হয়েছিল এবং পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত ফ্রনটের অনেক শরিকই একদা বলেছিলেন যে, যুক্ত ফ্রনট মন্ত্রিসভার, বিশেষ করে দ্বিতীয় যুক্ত ফ্রনট মন্ত্রিসভার আমলে প্রশাসনে বিষাক্ত রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটে এবং এ ব্যাপারে সি পি এম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সক্রিয় অবদান ছিল। তিনি দলীয় স্বার্থে রাজ্য প্রশাসনযন্ত্র কাজে লাগিয়েছিলেন। তাঁরা এর প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এবং প্রতিকার চেয়েছিলেন। রাজ্যপাল এখন সেই দাবি অনুযায়ী কাজ করছেন। এক্ষেত্রে ওই সব দলের সমর্থন নিশ্চয়ই তাঁর প্রাপ্য।

সংবিধানের যে ধারাবলে রাজ্যপাল এই ব্যবস্থা নিয়েছেন তা অকটোবর ১৯৬৩-তে পঞ্চদশ সংশোধনে সংবিধানে স্থান পেয়েছিল।

শ্রীমতী গান্ধীর সফর মৈত্রী ও আস্থার আর একটি অভিব্যক্তি

—প্রাভদা

মসকো, ১৪ সেপটেম্বর — আজ মসকোর সকালের সংবাদপত্রগুলিতে এ মাসের শেষের দিকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রস্তাবিত রাশিয়া সফরের সংবাদ প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়।

শারদীয়া দেশ ১৩৭৮

পাঁচটি উপন্যাস লিখেছেন বিমল মিত্র, সত্যজিৎ রায়, শংকর, শওকত ওসমান ও গৌরকিশোর ঘোষ। এবং একটি বড় গল্প লিখেছেন সমরেশ বসু।

এ ছাড়া গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, রম্যরচনা, স্মৃতিকথা প্রভৃতি বিচিত্র রস ও স্বাদের রচনার সঙ্গে রঙিন চিত্র ও অলংকরণে শোভিত এই শারদীয়া সংখ্যা এ বছরের এক লোভনীয় ও সমৃদ্ধ সাহিত্যসম্ভার।

॥ দাম মাত্র টাকা ৬.০০ ॥

আজ প্রকাশিত হল

বাংলাদেশ সমস্যার সামরিক সমাধান চাই না, রাজনৈতিক সমাধান চাই

—গলব্রেথ

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর—ভারতে নিযুক্ত প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত জন কেনেথ গলব্রেথ আজ এখানে বলেন, বাংলাদেশ সমস্যার অবশ্যই একটি রাজনৈতিক সমাধান হবে।

অধ্যাপক গলব্রেথ গত ৯ দিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের শরণার্থী শিবিরগুলি পরিদর্শন করেন।

সাংবাদিক বৈঠকে অধ্যাপক গলব্রেথ বলেন, একমাত্র রাজনৈতিক সমাধান হলেই বহু সংখ্যক শরণার্থীর দেশে ফিরে যাবার সুযোগ হবে।

তিনি বলেন, আমি সামরিক সমাধানের ঘোর বিরোধী। তিনি নিজেকে একজন গান্ধীর অনুগামী বলে বর্ণনা করেন। —ইউ এন আই

তেহেরানে ইয়াহিয়া

তেহেরাণ, ১৪ সেপ্টেম্বর—পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আজ বিমানে এখানে আসেন। ইরানের শাহ বিমানবন্দরে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। পাক প্রেসিডেন্ট এখানে দু'দিন থাকবেন।

ওয়াকিবহাল মহল জানান, পাক-ভারত সংকট নিয়ে দুই নেতার মধ্যে আলোচনা হতে পারে। পাকিস্তানের এখনকার ঘটনাবলী সম্পর্কেও ইয়াহিয়া ইরাণের শাহকে ওয়াকিবহাল করবেন। পারস্পরিক বিষয়েও তাদের মধ্যে আলোচনা হবে।

আজ তেহেরাণের ইংরাজি পত্রে বলা হয়েছে যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এখন যে বিরোধ চলছে, তাতে ইরাণের মধ্যস্থতা অসম্ভব নয়। পাকিস্তান ও ভারত দুই দেশের সঙ্গেই তেহেরাণের বন্ধুত্ব থাকায় ওই দুই দেশের মধ্যে বিরোধ মীমাংসায় ইরাণ আরও কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে।

আগামী অক্টোবরে পারস্য সাম্রাজ্যের রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠানে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাক্ষাতের সুযোগ ঘটতে পারে। —রয়টার

বাসে ছুরি মেরে ১৯শ টাকা ছিনতাই

স্টাফ রিপোর্টার

মঙ্গলবার দুপুরে হাওড়ায় কদমতলার কাছে মাকড়দা রোডে একটি চলন্ত বাসে ব্যবসায়ী শ্রীবিনয়কুমার হাজরাকে ছুরি মেরে ১৯শ টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। পুলিশ এ সম্পর্কে একজনকে গ্রেফতার করেছে।

অন্যান্য চিত্রগৃহে

শ্যামলা ৬৭-২০৫৮ ১, ৪, ৭টায় — মেলা

জয়া ৫৭-৩৯৩৬ যাদবপুর ১, ৪, ৭ — পথে হল দেরী

জেম প্রত্যহ বেলা ১১-৩০ মিঃ — বহুরূপিয়া (রঙীন)

রূপম ফোন—৩৪-৪০১৭ ১, ৪, ৭ — শচীমার সংসার (৩য় সপ্তাহ)

বিনোদিনী বাগুইআটি ১, ৪, ৭ — হামরাজ

পূর্বাশা ৪৬-২০০৯ ১, ৪, ৭ — বহুরূপীয়া

নবীনা তাপনিয়ঃ ৪৬-৮০৯১ প্রত্যহ ১২, ৩, ৬ — চন্দ্রনাথ

অতীন্দ্র ব্যারাকপুর—৩৪০ প্রত্যহ ১, ৪, ৭টা — ধন্য মেয়ে

অশোকা বেহালা ৪৫-৪০৯৯ ১২॥, ৩॥, ৬॥ — আন্দাজ

অলকা ফোন—৬৭-২০২৭ ১॥, ৪॥, ৭॥ — পারশ (রঙীন)

নারায়ণী তাপনিয়ঃ ৫৬-৩৩০৮ ১, ৪, ৭ — পুরানি পহচান

পার্বতী দৈনিক চিত্র পরিবর্তন ১, ৩॥, ৬॥ — শহরের ইতিকথা

সুরশ্রী ৩৫-০৪৩৬ ১২, ৩, ৬ — শচীমার সংসার (৩য় সপ্তাহ)

শ্যামাশ্রী হাওড়া ৬৭-৩১৫০ ১২, ৩, ৬ — গ্যাম্বলার

রূপায়ন সিনেমা ৪৫-২৭০৬ ১॥, ৪॥, ৭॥ — শচীমার সংসার (৩য় সপ্তাহ)

নাটাই উত্তেজক আর সঙ্গীতমুখর এবং প্রণয়মধুর

নিউ সিনেমা : প্রভাত : খান্না
২॥, ৫॥, ৮॥ ৩, ৬, ৯ ১॥, ৪॥ ৭॥
রূপালি : ভবানী : পার্কশো
২॥, ৫॥, ৮॥ ২, ৫, ৮, ৩, ৬, ৯
তসবীরমহল ২॥, ৫॥, ৮৬

দ্বিপ্রাহরিক প্রদর্শনী গণেশ জেম প্রিয়া ১২টা ১১॥টা ১১টা

ন্যাশনাল, পি-সন, পূর্বাশা অজন্তা, নবভারত, অশোক, লিলুয়া সিনেমা, রিজেন্ট, চলচ্চিত্রম্, স্বপ্না, অন্নপূর্ণা রজনী, লীলা, নীলা, শ্রীরামপুরে টকীজ কুইন (বজবজ), অরোরা (খড়্গপুর), করোনেশন (রানীগঞ্জ), চিত্রা (আসানসোল) রূপক (পাটনা)

ক্রাউনে "দি ট্রেন"
আগামী শুক্রবার ১৭ই হইতে : ক্রাউনে রাজেন্দ্র, ওয়াহিদা মেহমুদ অভিনীত জেমিনীর "সতরঞ্জ"

বিড়লা প্ল্যানেটারিয়াম (তাপ-নিয়ঃ) আজ : নূতন প্রদর্শনী
বাংলায় : বেলা ১২-৩০টা এবং ২-৪৫টা
ইংরাজীতে : বেলা ১-৩০টা এবং বিকাল ৫-১৫টা
হিন্দীতে : বিকাল ৪টা এবং সন্ধ্যা ৬-৩০টা

বিশ্বরূপা ফোন-৫৫-৩২৬২

শংকরের চৌরঙ্গী

নাটক ও নির্দেশনা/ রাসবিহারী সরকার

আলো/তাপস সেন / মঞ্চ/সুরেশ দত্ত ধ্বনি/কমল চৌধুরী / রূপসজ্জা/সাত্তার

॥ শুভ উদ্বোধন ॥

২৫শে সেপ্টেম্বর, শনিবার ২॥টায় এবং দ্বিতীয় অভিনয় সন্ধ্যা ৬টায় মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী ও মহানবমী প্রত্যহ ম্যাটিনী ২॥ ও সন্ধ্যা ৬টায় (আজ বেলা ৩টা থেকে অগ্রিম বুকিং সুরু)

রঙমহলে —ফোন— ৫৫ ১৬১৯
বৃহঃ ও শনি : ৬টায় রবি : ২॥ ও ৬টায়

উত্তরণ — অনবদ্য নাটক —

৩৫-৫৫১৮
কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ
কাল ও শনি ৬॥ • রবি ২॥টা ও ৬টা
কাহিনী—সমরেশ বসু সুর—নচিকেতা ঘোষ
সওদাগর
—তৃতীয়কালিগ পূর্ববৎ—

কোলিয়ারীর সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ!
বিষ্ণুপ্রিয়া
পরিবেশক—নিউ রয়েল
বীনাপাণি অপেরা
* * দ্রুত বুকিং চলিতেছে * *
১১৭, রবীন্দ্র সরণী ॥ ৫৫-৭৫৫২

শিল্পতীর্থ-র পরিবেশনায় শুক্রবার ১৭ই সেপ্টেম্বর ২॥টা
মমতাময়ী মা
এবং সন্ধ্যা ৬॥টায়
জয় বাংলার মুক্ত ফৌজ
মিনার্ভা থিয়েটারে
টিকিট—৫, ৪, ৩, ২, ও ১, টাকা হলে পাওয়া যাচ্ছে। ফোন : ৫৫-৪৪৮১

১৭ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার থেকে সুচিত্রা - উত্তম অভিনীত
সপ্তপদী
পূরবী ও পদ্মশ্রীতে
—অগ্রিম বুকিং চলছে—

তরুণ মজুমদারের
কুহেলি
রাধা - পূর্ণ - প্রাচী
(২, ৫, ৮) (২॥, ৫॥, ৮॥) (২, ৫, ৮)

সুচিত্রা • উত্তম অভিনীত
হারানো সুর
[সম্পূর্ণ নতুন প্রিন্ট]
উত্তরা • উজ্জ্বলা
১২-৩-৬ ৩-৬-৯

অরুণা প্রত্যহ ১২॥ ৩॥, ৬॥
নূতন — বিশ্বজিৎ অভিনীত
পরদেশী
[ইস্টম্যানকলার]

আশাপূর্ণা দেবীর রবীন্দ্র-পুরস্কারপ্রাপ্ত কাহিনী
প্রথম প্রতিশ্রুতি
পরিচালনা : দীনেন গুপ্ত
মিনার • বিজলী • ছবিঘর
(প্রত্যহ ২॥, ৫॥, ৮॥)

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ
২১শে সেপ্টেম্বর—সন্ধ্যা ৬টায়
তরুণ অপেরার — ৫৫-৭১২১
অগ্নিসুভাষ
রচনা, পরিচালনা—অমর ঘোষ
শ্রেষ্ঠাংশে—শান্তিগোপাল, বর্ণালী
হলে টিকিট — ৩৫-৫৫১৮

থিয়েটার ইউনিট ॥ কাল ৬॥টা
গিরিশ কারনাড রচিত
তুঘলক
পরিচালনা/নামভূমিকা : শেখর চট্টোপাধ্যায়
রবীন্দ্র সদনে টিকিট

জনসাধারণের বিশেষ অনুরোধে
মহাজাতি সদনে আগামীকাল সন্ধ্যা ৬টায়
নিউ প্রভাস অপেরার
রমেন লাহিড়ী রচিত ও পরিচালিত
রাহুমুক্ত রাশিয়া
সুর—হেমাঙ্গ বিশ্বাস আলো—অজাতশত্রু
টিকিট—৫, ৩, ২, ১ • হলে ও নিউ প্রভাস অপেরায় পাওয়া যায়।

রঙ্গনা বিশ্বরূপার রাস্তার সার্কুলার রোডের মোড়ে (৫৫-৬৮৪৬)
নান্দীকার
শনি ৬ রবি ২॥ ও ৬টায়
তিন পয়সার পালা
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

নান্দীকার ॥ মঙ্গলবার ৬॥টায়
এ্যাকাডেমী অব্ ফাইন আর্টসে
তিনপয়সার পালা
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
॥ এ্যাকাডেমীতে টিকিট ১টা—৭টা ॥

ভাবে-ভক্তিতে-সংগীতে অনুপম...
শচীমার সংসার
পরিচালনা ভূপেন রায় সংগীত মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
জনবন্দিত ৩য় সপ্তাহ!
সুরশ্রী • রূপম • রূপায়ণ
(১২, ৩, ৬) (১, ৪ ৭) (১॥, ৪॥, ৭॥)
গৃহচিত্র (২য়) • লীনা (৩য়) • কৈরী (৩য়)
কল্যাণী (৩য়) • শ্রীলক্ষ্মী (কাঁচরাপাড়া)
সুরশ্রী ও রূপায়ণে—শেষ সপ্তাহ

—সগৌরবে চলিতেছে—
রহস্যঘন সঙ্গীতমুখর চিত্র

ওরিয়েন্ট * বসুশ্রী
(১২॥, ৩॥, ৬॥) (২॥, ৫॥, ৮॥)
বীণা • পূর্ণশ্রী
(১২॥, ৩।, ৬) (২।, ৫।, ৮।)
ইস্টার্ণ টকীজ (২ : ৫। : ৮॥) নারায়ণী
নিশাত - রূপশ্রী - আরতি (বর্ধমান)
আগামী ১৭ই হইতে জয়ায় (লেক টাউন)

CUT PIECE
কাটপিস্, কাটপিস্
টেরিন, টেরিকটন, কটন শার্ট ও প্যান্টের কাপড়, ফিনলের আদ্দি, কেম্ব্রিক, লংক্লথ
হরলালকা ষ্টোর্স
(ব্রাবোর্ন রোড) ৩, লুকাস লেন, কলিকাতা-১ • ফোন ৩৩-৮৭৪১
৩১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড (শিয়ালদহ), কলিকাতা

মঞ্জীর নিবেদিত প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রযোজিত
রবীন্দ্র সঙ্গীতের দ্বৈত সম্মেলন
শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়
সংগঠনে বাবুল বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্র সদন—আজ সন্ধ্যা ৭টায়
টিকিট হলে পাওয়া যাচ্ছে
প্রাপ্তিস্থান : স্টাইলো, মেলোডি ও রবীন্দ্রসদন
উইন্ডসর ফিল্টার প্রস্তুতকারকদের সহযোগিতায়

আগামী সোমবার ৬॥টায়
এ্যাকাডেমি মঞ্চে
বহুরূপীর অভিনয়
গুরু রাজা অয়দিপাউস
নির্দেশনা : শম্ভু মিত্র ॥ হলে টিকিট ২—৭টা

মনোরম ৪র্থ সপ্তাহ!
মোহনকুমারের উত্তেজনাপ্রদ রোমাঞ্চকর ও চিত্তাভিরাম প্রণয়গীতি!!

অপেরা
প্রত্যহ ৩, ৬, ৮-৪৫টা
ভটিনী : রূপশ্রী
(ভদ্রেশ্বর) (জলপাইগুড়ি)
এলফিনস্টোন (পাটনা)

উত্তম-সুচিত্রা-র প্রণয় রঙীন
পথে হল দেরী
শ্রী • পূরবী • ইন্দিরা • জয়া
(১২, ৩।, ৬।) (৩, ৬, ৯) (১, ৪ ৭)
পূরবীতে শেষ সপ্তাহ

জনপ্রিয় ৫ম সপ্তাহ!
বাসু মেননের
সাস ভী কভি বহু থী
জনতা : মুনলাইট : এবং
(২৷, ৫॥, ৮॥) (২॥, ৫৬, ৯) অন্যত্র

বহুল আলোচনায় বহু প্রশংসিত
চেতনা
(কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য)
রূপবাণী ১২।, ৩। ৬। ভারতী
ও পারিজাত (শালখিয়া)

মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্ক
ছাপা শাড়ী
মাত্র ৪৩, টাকা
হরলালকা ষ্টোর্স
(ব্রাবোর্ন রোড) ৩ লুকাস লেন
কলিকাতা-১ • ফোন ৩৩-৮৭৪১
৩১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
(শিয়ালদহ), কলিকাতা

আর. শান্তিলাল পাওয়ার ফায়
এভারেডী টর্চ ও ব্যাটারী
• প্রেস্টিজ ও হকিন্স প্রেসার কুকার
• লাইটেক্স স্টোভ ও লাইট
• প্রাইমাস বার্ণার
• নির্ভয় সেফটি স্টোভ
সবচেয়ে নতুন মডেলের
ঈগল ভ্যাকুয়াম ফ্লাস্ক
৫৩এ, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট
কলিকাতা-১ • ফোন: ২২-৪৯৪৯
(৭৪০১৫)

পূজা ও দীপাবলীতে অপূর্ব সুযোগ!
টেলিফাঙ্কেন বাহার ট্রানজিষ্টর
২১৩'৫৮ টাকার পরিবর্তে
মাত্র ১৬৫ টাকা
লাইসেন্স, বিক্রয়কর, ব্যাটারী ইত্যাদি সমেত
লাল অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
৯এ, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিঃ-১
ফোন : ২৩-৩৭৮৪/৯৯৭৬

নীলাম

দি টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টিল কোম্পানি লিমিটেড

পক্ষে

মেসার্স বিলিমোরিয়া অ্যাণ্ড কোম্পানি

(নীলামদার)

১১ অক্টোবর, ১৯৭১ তারিখ সোমবার টাটা সেন্টার, ৪৩ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৬ ঠিকানায় অব্যবহৃত ও বাতিল পাইলিং বার, অ্যালয় স্টিল স্কোয়ার কাটিংস, কবল এবং ব্লুম ও স্ল্যাবের ক্রপ এণ্ড, বাতিল ও মিশ্রিত অ্যালয় ব্লুম কবল, বাতিল ব্লুম, শীট মিল রোল স্পয়েলস, হেভী প্লেট মিল কবল, স্ট্রাকচারাল কবল, ব্যবহৃত ট্রাক রেল ও স্লিপার, এগ্রিকো স্ক্র্যাপ, ব্যবহৃত ফেব্রিকেটেড প্লেট, বাক স্টে, ক্রেন গার্ডার, টাব ফ্রেম, ব্যবহৃত ও ভাঙ্গিয়া ফেলা স্ক্র্যাপ স্টিল স্ট্রাকচারাল, প্লান্ট ও ইকুইপমেন্ট, ব্যবহৃত ও বাতিল সার্কুলার স', ব্যবহৃত গ্যালভানাইজিং পট, ড্রাম, বান্ডলিং অয়ার এবং বিবিধ অন্যান্য মেল্টিং স্ক্র্যাপ ইত্যাদির কয়েকটি লট প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করিবেন।

মাল দেখার তারিখ ৭ এবং ৮ অক্টোবর ১৯৭১। ইলাকো হাউস, ১ ও ৩, ব্রাবোর্ন রোড, কলিকাতা-১ ঠিকানায় নীলামদারের নিকট নীলামের ক্যাটালগ পাওয়া যাইবে।

'হরলিক্‌স' খাওয়ার জন্যে মগ ১.২০ টাকার প্রত্যেকটি শিশির সঙ্গে পাবেন—

'হরলিক্‌স'-রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

চারটি জন্তুর ছবি আঁকা
একটি সেট পরিবারের জন্যে সংগ্রহ করুন...
শিগ্‌গীর... ষ্টক থাকতে থাকতে।

শুধু কলকাতাতেই এই সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে

'হরলিক্‌স'—পুষ্টি যোগাতে অতুলনীয়

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক

১৯৭০ সালের জন্য ডিরেক্টরদের রিপোর্ট

১৯৭০-৭১ সালে ভারতীয় অর্থনীতি জাতীয় আয়ে শতকরা ৫·৫ অংশ হারে বৃদ্ধি সূচিত করে—পূর্ববর্তী বৎসরেও এই একই হারে বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এই ব্যাপারে যেসব বিষয়ের কার্যকর ভূমিকা আছে তাহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছে খাদ্যশস্য উৎপাদনে বিপুল বৃদ্ধি—১৯৭০-৭১ সালে ইহা ১০৫০ লক্ষ টনের রেকর্ড মান স্পর্শ করিয়াছে। ১৯৬৯-৭০ সালে এই উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৯৯৫ লক্ষ টন, অর্থাৎ বৃদ্ধির হার শতকরা ৫·৫ ভাগ। তবে শিল্পোৎপাদনের সূচক ১৯৭০ সালে শতকরা মাত্র ৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়; পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী বৎসরে ইহা বৃদ্ধি পাইয়াছিল শতকরা ৭·১ ভাগ। যদিও শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির সামগ্রিক হারে সামান্য অবনতি লক্ষিত হয় তথাপি অধিকাংশ ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পেই উৎপাদন বৃদ্ধি পায়; আবার কয়েকটি ক্ষেত্রে, যেমন রসায়ন-শিল্পে, বৃদ্ধির হার প্রকৃতই বিস্ময়কর।

১৯৭০-৭১ সালে যে লক্ষণীয় সাফল্য ঘটিয়াছে তাহা হইয়াছে রপ্তানির ক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার শতকরা ৮·৩ ভাগ। চতুর্থ যোজনায় বার্ষিক ...

... বহুসংখ্যক শাখায় সম্প্রসারিত করা হয়। যে সকল স্টাফ ব্যাঙ্ককে বড় রকমের নূতন আমানত জোগাড় করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাদিগের জন্য বিভিন্ন পরিমাণের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। স্পেশাল ফিক্সড ডিপোজিট স্কীম এবং স্থায়ী আমানতের সুযোগ আপনা-আপনি সম্প্রসারণের স্কীমের ন্যায় কয়েকটি নূতন স্কীম তৈয়ারী করা হয়। উহার মধ্যে প্রথম স্কীমটির উদ্দেশ্য হইল, প্রত্যেক মাসের শেষে সুদ প্রদান করা এবং এই স্কীমটি এমনভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে, যাহাতে গ্রাহকবর্গ, বিশেষ করিয়া যে সব গ্রাহক অবসর-জীবন যাপন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের মাসিক বাজেটের ভারসাম্য রক্ষা করিবার ব্যাপারে ইহা সহায়তা করিতে পারে। পরবর্তী স্কীমটির লক্ষ্য হইল, স্থায়ী আমানতের রসিদ লেখাইবার জন্য আমানতকারীর ব্যাঙ্কে উপস্থিত হওয়া ব্যতীতই ফিক্সড ডিপোজিট অ্যাকাউন্টের আপনা হইতে নবীকৃত হইয়া যাওয়া সম্পর্কে নিশ্চয়তা প্রদান করা। ব্যাঙ্কের নানাবিধ সেভিং স্কীমের সহিত জনসাধারণের পরিচিতি ঘটানো এবং তাহার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে, বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী ...

... গ্রহণ করিয়াছেই, তাহা ছাড়াও ব্যাঙ্ক কাস্টম সার্ভিস ইউনিটের অর্থসংস্থানের জন্য একটি পরিকল্পনারও প্রবর্তন করিয়াছে। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। একটি উদ্দেশ্য হইল, বহুসংখ্যক কৃষক যাহাতে কৃষিকর্মের ক্ষেত্রে নূতন কারিগরি কলাকৌশলের সুবিধা গ্রহণ করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা এবং অপরটি হইল, যে সমস্ত যোগ্যতাসম্পন্ন শিল্পোদ্যোগী ন্যায়সঙ্গত হারে ছোট ছোট কৃষকদের নিকট কৃষিকর্মের যন্ত্রপাতি ভাড়া দেওয়ার জন্য অথবা ঐ সমস্ত যন্ত্রপাতি বিক্রয় করা ও যোগান দেওয়ার জন্য উপরোক্ত ইউনিট স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহারা যাহাতে অর্থোপার্জনের জন্য কর্মরত হইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা।

কৃষকরা তাঁহাদের শস্য উৎপাদনের স্বাভাবিক জীবিকা ছাড়াও সাধারণত যে সমস্ত কাজকর্মে নিজেদের ব্যস্ত রাখেন তাঁহাদের সেই সমস্ত আনুষঙ্গিক কাজকর্মের প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যেও ব্যাঙ্ক আরও কয়েকটি পরিকল্পনা রচনা করিয়াছে। ঐ সমস্ত পরিকল্পনার মধ্যে দুইটি পরিকল্পনা ...

... বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৪৬·৫২ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলিকে অর্থ যোগানোর ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক যে প্রশংসনীয় অগ্রগতি দেখাইয়াছে, তাহার একটি সুস্পষ্ট চিত্র নিম্নে প্রদত্ত তালিকায় দেখা যাইবে :

... কো-অপারেটিভ সোসাইটি বরাদ্দ করা হয়। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এই সমস্ত প্রাইমারি কো-অপারেটিভ সোসাইটি মারফত প্রায় ২৫,০০০ জন কৃষককে ঋণের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। ১৯৭০ সালের শেষ পর্যন্ত ...

... উদ্দেশ্যে একদল অফিসারকে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের শ্রীনগর এবং অনন্তনাগে পাঠান হইয়াছিল। এই সমীক্ষার ফলশ্রুতি হিসাবে এবং যে সকল শিল্পী কেবলমাত্র রপ্তানির উদ্দেশ্যেই হস্ত- ...

(হাজার টাকার হিসাবে)

যে সব ক্ষেত্রে আগাম দেওয়া হইয়াছে	হিসাবের সংখ্যা ডিসেঃ ৬৯	হিসাবের সংখ্যা ডিসেঃ ৭০	মঞ্জুরীকৃত সীমা ডিসেঃ ৬৯	মঞ্জুরীকৃত সীমা ডিসেঃ ৭০	বকেয়া ডিসেঃ ৬৯	বকেয়া ডিসেঃ ৭০
কৃষি						
প্রত্যক্ষ	৪,৭৩১	২৫,৪৯১	২,০১,৮০	১১,৫৪,৯৫	১,৮১,৩৫	১০,৫৫,৩৭
পরোক্ষ	৬৮৫	৫৩৬	৫০,৮২,৫০	২২,৬৯,১০	৫,২১,০৭	৭,৭০,৯৭
ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসমূহ	২,৪২১	২,৭০৭	২৮,৭৬,১৮	৩০,৯৪,১৬	১১,৩৩,৫৬	১২,৭৪,৬৫
পরিবহন অপারেটর (ট্যাক্সি, কার, স্কুটার, সাইকেল রিকশো, ইত্যাদি)	১৩৬	১,৮৮৪	—	৪,৬৬,৩০	১৬,১৮	৩,৯১,৭৪
খুচরা ব্যবসা	১,১৮৪	৩,৭৮০	—	২,৬৯,৪৯	৬৬,৩৬	১,৯৭,৮২
পেশাধারীদিগকে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য	—	১৭৯	—	৬,৯২	—	৫,২৩
কারিগর	১	৩৯১	১	৫,৫২	১	৪,৭৫
শিক্ষা	৩	৮২	৩	২,০৫	৩	১,৭৬
রফতানি	১৮৮	৩৩৫	২১,২৫,৪৭	৪৩,৬৭,৫৪	৭,২১,৬৯	৯,৪৬,৪১
মোট	৯,৩১৩	৩৫,৩৮৫	১,০২,৮৫,৯৯	১,১৬,৩৬,৩৩	২৬,৪০,২৫	৪৬,৫১,৭৪

কাজকর্মের ফলাফল

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের পুরা বৎসরে এই ব্যাঙ্কের ফলাফল খুবই সন্তোষজনক। মোট আয় হইয়াছে ৩২· ... ইহা পূর্ব বৎসরের তুলনায় ... টাকা অর্থাৎ ১৯·৮ ... উন্নয়নমূলক কাজকর্ম এবং বেতনের গ্রেড পরিবর্তনের ... অতিরিক্ত এস্টাব্লিশমেন্ট ... প্রচুর খরচা হওয়া সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় অর্থের ... রাখার পর এই ব্যাঙ্কের ... দাঁড়াইয়াছে ২১৪ লক্ষ ... মূলকভাবে পূর্ববর্তী ... মুনাফার পরিমাণ ছিল ... টাকা। কর্মচারিগণকে ... জন্য ১১০ লক্ষ টাকার ... সংরক্ষিত তহবিলে ৪... স্থানান্তর করার পর ... ব্যাঙ্কিং কোম্পানিজ (অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড ট্রান্সফার অব আন্ডারটেকিংস) ... ১০(৭) ধারার বিধান অনুসারে ... ৬১ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকারকে হস্তান্তরিত করা হইয়াছে।

... লক্ষ্য সাধনের ব্যাপারে ব্যাঙ্কের যে ভূমিকা রহিয়াছে, তাহা পরিপূরণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ডিরেক্টরবর্গ আন্তরিকতার সহিত সহযোগিতাপূর্ণ আর একটি বৎসরের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
এস. সি. ট্রিখা,
কাস্টোডিয়ান

নয়াদিল্লি
২৪ জুলাই, ১৯৭১

আজ বে-সরকারী কলেজ শিক্ষকদের কর্মবিরতি, অবস্থান বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোরটার

আজ, বুধবার বেসরকারি কলেজের অধ্যাপকরা পূর্ব-নির্দিষ্ট কর্মসূচি অনুযায়ী কর্মবিরতি, বিক্ষোভ ও ২৪ ঘণ্টার অবস্থান আন্দোলন করছেন।

ডি এ হ্রাস সংক্রান্ত সরকারি আদেশ কার্যকর করা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তের পরও কেন এই আন্দোলন? তারই কৈফিয়ৎ হিসাবে পঃ বঃ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মৃন্ময় ভট্টাচার্যের বক্তব্য : উক্ত সরকারি আদেশ স্থগিত রাখা সম্পর্কে রাজ্যপালের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানো হলেও অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ের প্রতিবাদে আন্দোলনের কর্মসূচি বহাল থাকছে। বিষয়গুলি হল—১৯৬৬ সালের মে মাসে প্রবর্তিত বেতন হার থেকে প্রায় দুই হাজার কলেজ শিক্ষক এখনও বঞ্চিত আছেন; স্পনসরড কলেজের জন পঞ্চাশেক অধ্যাপকের ক্ষেত্রে ছাটাইয়ের আশঙ্কা ইত্যাদি।

তবে, আজকের পরীক্ষাসূচি অব্যাহত থাকবে এবং পরীক্ষার ব্যাপারে কর্মরত অধ্যাপকরা কর্মবিরতি পালন করবেন না বলে জানানো হয়েছে।

আজ যোগিন পর্বত অভিযাত্রীরা রওয়ানা হচ্ছেন

শ্রীঅমূল্য সেনের নেতৃত্বে যোগিন পর্বত অভিযাত্রীরা আজ, বুধবার রাত সওয়া দশটায় হাওড়া স্টেশন থেকে দুন এক্সপ্রেসে গাড়োয়াল রওয়ানা হবেন।

আবহাওয়া বার্তা

আজ, বুধবারের আবহাওয়ার পূর্বাভাষ : বজ্রবিদ্যুৎসহ দু-এক পশলা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা।

মাত্র ১২৫৲ টাকায়*
মারফি মস্তানা

'ফাইন টিউনিং কন্ট্রোল'
৩-ব্যাণ্ড ট্রানজিস্টর
Ashoka
হেড অফিস ও সেলস :
৬৮, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন : ৩৪-৩৮৪৪

সভা-সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লেখ না থাকলে সূচিত সময় বিকাল অথবা সন্ধ্যা বোঝাবে।]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় : ৬॥টায় গোল পারক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউটে অধ্যাপক রমারঞ্জন মুখারজির কে সি ভট্টাচার্য বক্তৃতা। **ডি এস ও :** ৩টায় রামমোহন গ্রন্থাগারে উত্তর কলকাতা জেলা সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন। **বিশ্ববিদ্যালয় মহিলা সমিতি :** ৬টায় ব্রিটিশ কাউনসিলে (৫ শেকসপিয়ার সরণি) অবনীন্দ্রনাথ জন্ম-শতবার্ষিকী, শ্রীপরিতোষ সেনের বক্তৃতা। **নিখিল বঙ্গ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি :** ৩টায় সুবোধ মল্লিক উদ্যানে জমায়েত, বিভিন্ন দাবিতে রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি পেশ। **ইউনাইটেড সোস্যাল ওয়েলফেয়ার :** ৩টায় অনন্ত হলে চতুর্থ দিনের অনুষ্ঠান, দুই বাংলার প্রখ্যাত লেখকদের সমাবেশ ও বিচিত্রানুষ্ঠান। **আলিপুর চিড়িয়াখানা :** আজ সাধারণের বিনা পয়সায় প্রবেশাধিকার, তবে সাদা বাঘ ও শিশু-উদ্যান দেখতে যথারীতি দর্শনী লাগবে। **রামকৃষ্ণ-সারদা মিশন আশ্রম :** ৬টায় পি-২২ সি আই টি রোডে অধ্যাপক শ্রীজানকীনাথ পাঠকের 'মনুসংহিতা' সম্পর্কে আলোচনা। **বিবেকানন্দ সোসাইটি :** ৭টায় ২১ বৃন্দাবন বসু লেনে শ্রীচঞ্চল ভট্টাচার্যের পাখোয়াজ ও শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দত্তের ধ্রুপদ সংগীত। **বালিগঞ্জ মহিলা সংঘ :** ৬॥টায় গীতা ভবনে (১৬৬ শরৎ বসু রোডে) স্বামী নিরাময়ানন্দের চণ্ডী ব্যাখ্যা। **ভারত-গণতান্ত্রিক জারমানী মৈত্রী সমিতি** (২৭ জি কলেজ স্ট্রীট) : জারমানী ভাষা শিক্ষা ক্লাসের সমাবর্তন উৎসব সাড়ে ৬টায়।

মারলেক্স
অটোম্যাটিক পোর্টেবল
এমারজেন্সি
লাইট

আজ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে ধর্মঘটের ডাক

স্টাফ রিপোরটার

আজ, বৃহস্পতিবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সকাল ছয়টা থেকে ২৪ ঘণ্টার জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মীরা প্রতীক ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পর্ষদের ওয়ারকমেনস ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জানিয়েছেন যে, পর্ষৎ কর্তৃপক্ষ কর্মীদের বেতনহার নিয়ে আলোচনায় বসতেও রাজি হননি।

গঙ্গার জোয়ার ভাঁটা

	দিবা জোয়ার	রাত্রি আরম্ভ	দিবা ভাঁটা	রাত্রি আরম্ভ
বুধবার	৭-২৭	৭-৪৫	১১-৫৩	১১-৪৮

চৌকস কাজের জন্যে জবরদস্ত ফাইল
সিজার্স মার্কা
এঞ্জিনিয়ারদের ফাইল
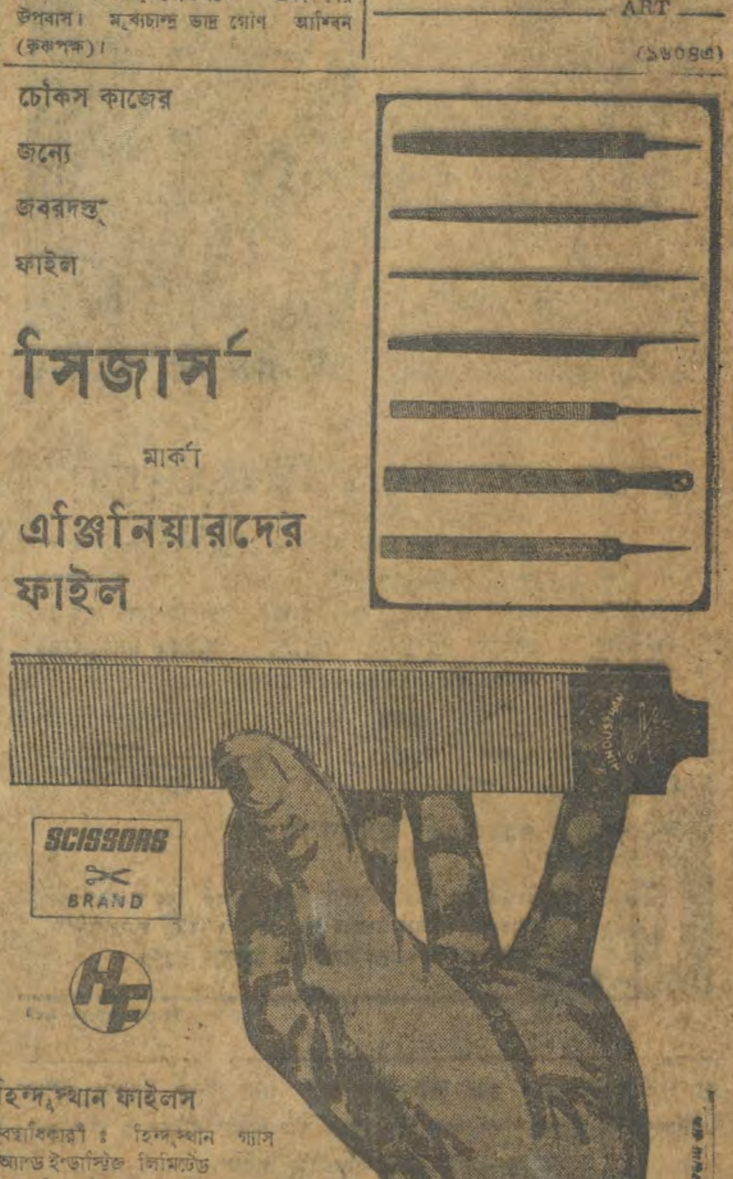
SCISSORS BRAND
হিন্দুস্থান ফাইলস
২২, নিউ রোড ...

আবশ্যক সংশোধন জন্য
মায়া গার্ডেনিং ও ইকনমিক
হ্যাণ্ডপাম্পের অবদান অসামান্য
মায়া ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ
২০০এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬ ফোন : ৪৬-৩০৩৪

যতীন চক্রবর্তী মস্কো সম্মেলনে যাচ্ছেন

স্টাফ রিপোর্টার

বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা ও ইউ টি ইউ সির সম্পাদক শ্রীযতীন চক্রবর্তী আগামী ২০ সেপটেম্বরে মসকোতে আন্তর্জাতিক সামাজিক নিরাপত্তা সম্মেলনে যোগ দেবেন। শ্রীচক্রবর্তী ১৬ সেপটেম্বর মসকোর পথে দিল্লি যাবেন।

গোয়েন্দা রিপ/জন প্রেণ্টিস ও ফ্রেড ডিকেনসন রচিত

সবার সেরা....
"মমতা" কুকার
সকল সম্ভ্রান্ত দোকানে পাইবেন

নিবারক আইন নিয়ে রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোরটে আপিল করা হচ্ছে

স্টাফ রিপোরটার

নিবারক আইনের (পি ভি এ) কয়েকটি ধারা সম্পর্কে কলকাতা হাইকোরটের রায়ের বিরুদ্ধে আজ, বুধবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোরটে আপিল করা হবে।

রাজ্যের মুখ্য সচিব শ্রীনির্মল সেনগুপ্ত মঙ্গলবার ওই তথ্য জানান।

স্বরাষ্ট্র বিভাগ এদিন রায়ের একটি নকল সংগ্রহ করেছেন। তা খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। এবং ওই আইনে আটক ব্যক্তিদের বিষয়টি পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

বিশেষ ঘোষণা
লাইসেন্স ও ব্যাটারী ফ্রী
মিডিয়াম ওয়েভ ট্রানজিস্টর সেট — ১০০,
২ ব্যাণ্ড অলওয়েভ — ১২৫,
৩ ব্যাণ্ড অলওয়েভ — ১৫০,
জৈন রেডিও ইণ্ডাষ্ট্রীজ
৪২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ ফোন : ২৪-৫৪৩৪
রবিবারও খোলা আছে।
(৯৬৬০ এ)

কলিকাতা টেলিফোনস
বোম্বের জন্য ডিম্যাণ্ড ট্রাঙ্ক সার্ভিস

১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ তারিখ বুধবার বেলা ৩টা হইতে চাওয়া মাত্রই বোম্বের জন্য ট্রাঙ্ক কল পাওয়া যাইবে।

২৩-২৩৬৭ নম্বরে ডায়াল করুন। অপারেটর আপনার নম্বর জিজ্ঞাসা করিবেন ও বোম্বের নম্বর নোট করিবেন এবং সোজাসুজি বোম্বের নম্বরের সংগে আপনাকে যুক্ত করিবার চেষ্টা করিবেন।

যে নম্বরে কল করিতে চাহেন তাহা যদি 'এনগেজড' থাকে অথবা যদি 'নো রিপ্লাই' হয়, তাহা হইলে আপনাকে পরে চেষ্টা করিতে বলা হইবে। এই বিফল কল-এর জন্য কোন চার্জ ধরা হইবে না।

ডিম্যাণ্ড সার্ভিসে পার্টিকুলার পারসন কল, ফিকসড টাইম এবং সাবস্ক্রিপসন ফিকসড টাইম কল গ্রাহ্য হইবে না। এই সমস্ত কল এবং সমস্ত পর্যায়ের অর্ডিনারি কল প্রচলিত মত সাধারণ সার্ভিসে বুক করিতে হইবে।

ডিম্যাণ্ড সার্ভিস কল-এর চার্জ আরজেন্ট কল-এর মত ধরা হইবে। এইরূপে কলের জন্য কোন সময় সীমা নাই, তবে অপারেটর প্রতি ছয় মিনিট অন্তর সময় ঘোষণা করিবেন।

কয়েকটি সময়ের জন্য বর্তমানে যে সুবিধাজনক হারের ব্যবস্থা আছে তাহা ডিম্যাণ্ড সার্ভিসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

জেনারেল ম্যানেজার।
(৯৬২৫)

GRAND PUJA SALE
মাত্র বুধবার, বৃহস্পতিবার ও শনিবার
শাড়ী যে দামে বিক্রী হবে
১৩, ১৫, ১৭, ২০, ২৫, ৩০, থেকে ৭৫,
স্পেশাল কুপনে আরও ৫% রিবেট
এই অতিরিক্ত ৫% রিবেট নেবার জন্য আপনাকে কাগজ থেকে কুপনটি কেটে আমাদের দিতে হবে। তাই কাগজ থেকে কুপনটি কেটে আনতে ভুলবেন না। একটি কুপনে একবারই রিবেট পাবেন।
PUSHPA'S
ডি-৭৩, নিউ মার্কেট (ড্রাই ফ্রুট রেঞ্জের নিকট) কলিকাতা—১
শনিবার ও রবিবার দোকান খোলা আছে

হাবড়ায় তিনজন বরানগরে দু'জন নিহত

স্টাফ রিপোরটার

মঙ্গলবার পুলিশের গুলিতে ২৪-পরগণার হাবড়ায় তিনজন ও বরানগরে দু'জন যুবক নিহত হন।

হাবড়ায় পুলিশের গুলিতে নিহত একজনের নাম শ্রীঅশোক গাঙ্গুলী ও আর একজন তাপস সেনগুপ্ত। অন্য একজনের পরিচয় জানা যায়নি।

প্রকাশ, এদিন বাণীপুরে পুলিশ তল্লাসি চালাতে গেলে ওখানে বোমা ফাটে। পুলিশ পাল্টা গুলি চালায়। এতে তিনজন যুবক নিহত হন। বোমার টুকরায় দু'জন পুলিশ কর্মচারীও আহত হন। পুলিশ ওই এলাকা থেকে ৪০টি বোমা ও ২টি তাজা কারতুজ উদ্ধার করে।

বরানগরে পুলিশের গুলিতে ২ জন নিহত

উত্তর শহরতলীর সংবাদদাতা জানান প্রায় এক মাস বরানগর এলাকা মোটামুটি শান্ত থাকলেও মঙ্গলবার ওই অঞ্চলে নতুন করে গোলমাল দেখা দেয়। এইদিন পুলিশের একটি দল ওই এলাকার বেণী কলোনিতে তল্লাসি চালাবার সময় হঠাৎ একদল যুবক পাইপগান থেকে গুলি চালায়। পুলিশের পাল্টা গুলিতে দু'জন যুবকের মৃত্যু হয়। আহত হন একজন। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ১টি রাইফেল, ২টি পাইপগান; ৬টি তাজা বোমা উদ্ধার করে। নিহত যুবকদের নাম শম্ভু (২১) ও ননী (২১)।

খড়দহে ৫০ জন গ্রেফতার

খড়দহ এলাকার সোমবারের ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ এ পর্যন্ত ৫০ জনকে গ্রেফতার করেছে। মঙ্গলবার ওই অঞ্চলে নতুন কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নি।

গোয়াবাগান এলাকায় দু'দলে সংঘর্ষ

মঙ্গলবার সকালে বড়তলা থানার গোয়াবাগান এলাকায় বিডন স্ট্রিটে দুটি রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের মধ্যে এক সংঘর্ষে একজন যুবক গুলিতে আহত হন। আহত যুবকটিকে আর জি কর হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। সংঘর্ষের সময় বোমা ও পাইপগান ব্যবহার করা হয়। পুলিশ ৫ রাউনড গুলি চালায়। এতে কেউ আহত হয়েছে কি না জানা যায়নি। ওখান থেকে পুলিশ ১টি দেশী পিসতল ও ২টি বোমা উদ্ধার করে এবং এ ব্যাপারে ১০ জনকে গ্রেফতার করে।

বরিষায় স্কুলে আগুন

এদিন বেলা আন্দাজ ১২টায় বরিষায় একটি স্কুলে কয়েকজন যুবক ঢুকে আগুন লাগিয়ে দেয়। এতে কিছু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পুড়ে যায়। দমকল এসে আগুন নেভায়।

প্রেসিডেন্সি কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষা বাতিল সম্পর্কে হাইকোরটের রুল

কলকাতা হাইকোরটের বিচারপতি শ্রী পি কে ব্যানারজি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর একটি রুল জারি করে প্রেসিডেন্সি কলেজ কেন্দ্রে বি এ ও বি এস সি পারট ওয়ান পরীক্ষা বাতিল করার আদেশ কেন খারিজ করা হবে না তার কারণ দর্শাবার নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র শ্রীপ্রতাপ গুপ্ত, শ্রীপ্রবাল মুখারজি ও আরও কয়েকজনের এক আবেদন অনুযায়ী বিচারপতি শ্রীব্যানারজি এই রুল জারি করেন।

আবেদনকারীদের বক্তব্য, ১৯৭১ সালে ২৩ জুলাই ওই কেন্দ্রে বি এ ও বি এস সি পারট ওয়ান অনারস পরীক্ষা কোন কারণ না দেখিয়ে বাতিল করে দেওয়া হয়। পুজা অবকাশের এক সপ্তাহ পর এই রুলের জবাব দিতে হবে।

চারটারড অ্যাকাউনট্যানট সংস্থার উপর থেকে ইনজাংশন প্রত্যাহার

কলকাতা নগর দেওয়ানী আদালতের বিচারক শ্রীচুণীলাল ঘোষ চারটারড অ্যাকাউনট্যানট সংস্থা মেসারস রায় অ্যানড রায়ের উপর থেকে অন্তর্বর্তী ইনজাংশন তুলে নিয়েছেন।

প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী শ্রীনিশানাথ চ্যাটারজি ও আর একজনের এক আবেদন অনুযায়ী গত ১৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী ইনজাংশন জারি করে প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকা কালে বাইরের লোক নিয়োগ করে কলকাতা শাখার প্রতিষ্ঠানের নামে কাজকর্ম পরিচালনা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

জজ বলেন, বাদীপক্ষ ইনজাংশন জারির যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করতে পারেননি। বাদী পক্ষ থেকে জানান হয় যে তাঁরা এই ব্যাপারে হাইকোরটে আবেদন করবেন। এই কারণে আদেশ প্রয়োগ ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়।

পৌর ইনজিনিয়ারদের বদলির প্রশ্নে ইনজাংশন

কলকাতার ৯৯ নং বরো কমিটির চেয়ারম্যান ও কাউনসিলার ডাঃ এ রায়ের এক আবেদন অনুসারে কলকাতা হাইকোরটের বিচারপতি শ্রী এ কে সিংহ মেয়র ও কমিশনারের উপর একটি অন্তর্বর্তী ইনজাংশন জারি করে করপোরেশনের ১ ও ২নং ডিসট্রিকট ইনজিনিয়ার এবং ৩নং ডিসট্রিকটের পদস্থ অফিসারদের বদলির আদেশ প্রয়োগ থেকে নিবৃত্ত থাকার আদেশ দিয়েছেন।

নতুন অ্যাডভোকেট জেনারেল

শ্রীগৌরী মিত্রকে রাজ্য সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীঅজিত পাঁজাকে স্ট্যানডিং কাউনসিল নিয়োগ করা হয়েছে।

পূজায় বিরাট সেল
বন-টন
(মোদি ফ্যাব্রিকের অনুমোদিত দোকান)
পার্ক স্ট্রীট ও ক্যামাক স্ট্রীট জংশন।
২৫% হইতে ৪০% ডিসকাউণ্ট
শাড়ি, টেরিন প্যাণ্ট লেংথ এবং শার্টিং, লুঙ্গি সেট ও বেল বটম সেটের উপর।
অতিরিক্ত আকর্ষণ
১০০, টাকা ক্রয়ের সঙ্গে বিনামূল্যে শাড়ি
(৯৫৯৭-এ)

সব ঋতুতেই চলে
ভিকো
(রেজিঃ)
সূতী হ্যাণ্ডলুম শাড়ী
সেরা জিনিসের প্রতীক
"VEECO" Fabrics REGD
রূপবতীর জন্য শাড়ি
ভি কো শা ড়ি
খুশি করবার প্রতিশ্রুতি দেয়।
ফ্যাশনদুরস্ত মনোলোভা
ভিকো শাড়ি
Manufacturers :
K. S. VEE & Co.
89, Rangai Gowder St.
COIMBATORE-1
॥ সকল বড় বড় দোকানে পাওয়া যায় ॥
ASO
(৯৬০৫ এ)

প্রথম প্রেমের মত স্নিগ্ধ মধুর!
দুজনে যেদিন প্রথম দেখা, ও বলেছিল, 'ভারী মিষ্টি গন্ধ তো'। আমি বলেছিলাম, 'তানিয়া'। এখন ও আমাকে ডাকে 'তানিয়া' ব'লে। আচ্ছা, তানিয়ার মিষ্টি গন্ধে কি আমাকে ওর ভালো লেগেছিল, না আমাকে ভালোবেসেই তানিয়া ওর এত পছন্দ—কে জানে।
তানিয়া সুরভি
প্রস্তুতকারক : সাহেব সিং'স্
'বিউটি ইজ ইওর বার্থরাইট' পুস্তিকার জন্য এবং আপনার রূপচর্চার নানা সমস্যার উত্তরের জন্য আমাদের 'বিউটি কনসালটেন্টস্', পোষ্ট বক্স : ৪৪০, নিউ দিল্লী,—এই ঠিকানায় লিখুন।
Progressive/SS- 2/69

আঞ্চলিক অফিস : ন্যাশনাল রেডিও অ্যাণ্ড ইলেকঃ কোং লিঃ ১৭ গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার